যোহনের সুসমাচার

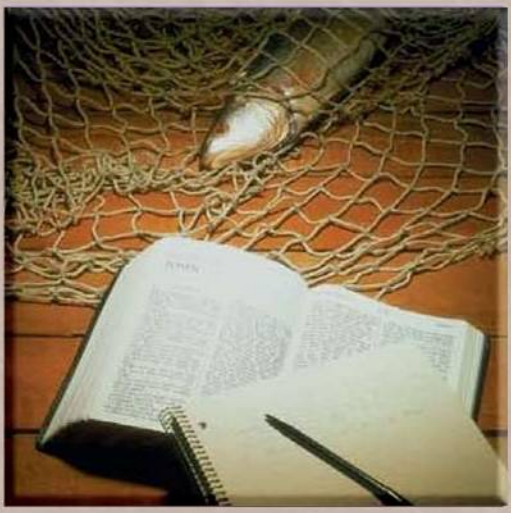

যোহনের লেখা সুখবর

Gospel of John

চতুর্থ খণ্ড ঃ যোহন

(বাংলা অনুবাদ)

CL2320-BN

© বি, বি, এস
১৯৮০

বি,বি, এস
ডাকবাক্স - ৩৬০
ঢাকা - ১০০০

ভূমিকা
(চতুর্থ খণ্ড ঃ যোহন)

পবিত্র নুতন নিয়মের এই চতুর্থ খণ্ডে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রথমে বাক্য হিসেবে দেখান হইয়াছে, যিনি "মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করিলেন"। এই খণ্ড লিখিবার উদ্দেশ্য ২০ ঃ ৩০, ৩১ পদে বলা হইয়াছে –

> "যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক আশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন; সে সকল এই পুস্তকে লেখা হয় নাই। কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও।"

"বিশ্বাস" শব্দটি এই খণ্ডে বার বার ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার অর্থ, তাঁহাকে পাপ হইতে উদ্ধার কর্তা ও প্রভু হিসাবে অন্তরে গ্রহণ করা (১ঃ ১২)। এই বিশ্বাস করার মধ্য দিয়া পাপ হইতে উদ্ধার এবং অনন্ত জীবন পাওয়া যায়। এই জীবন, আনন্দ, সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ আর তাহা কেবল এখন নয়, মৃত্যুর পরেও।

এই খণ্ড হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট প্রত্যেকটি লোকের জন্য চিন্তা করিতেন। এই খণ্ডে লোকদের সংগে তাঁহার ২৭টি ব্যক্তিগত আলোচনা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, এখানে তিনি নিজের সম্বন্ধে ৭টি বড় দাবী করিয়াছেন –

১। "আমিই সেই জীবন খাদ্য" (৬ ঃ ৩৫)।

২। "আমিই জগতের জ্যোতি" (৮ ঃ ১২, ৯ ঃ ৫)।

৩। "আমিই মেষদিগের দ্বার" (১০ ঃ ৭)।

৪। "আমিই উত্তম মেষপালক" (১০ ঃ ১১, ১৪)।

৫। "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন" (১১ ঃ ২৫)।

৬। "আমিই পথ, সত্য আর জীবন" (১৪ ঃ ৬)।

৭। "আমিই প্রকৃত দ্রাক্ষালতা" (১৫ ঃ ১)।

— শেষ —

যোহনের লেখা সুখবর

ঈশ্বরের বাক্য মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন

১ প্রথমেই বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সংগে ছিলেন এবং বাক্য
২, ৩ নিজেই ঈশ্বর ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি ঈশ্বরের সংগে ছিলেন। সব
কিছুই সেই বাক্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। আর যা কিছু সৃষ্ট হয়ে-
৪ ছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয়নি। তাঁর
৫ মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের আলো। সেই
আলো অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে কিন্তু অন্ধকার আলোকে জয় করতে
পারেনি।

৬,৭ ঈশ্বর যোহন নামে একজন লোককে পাঠিয়েছিলেন। তিনি
আলোর বিষয়ে সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন যেন সকলে
৮ তাঁর সাক্ষ্য শুনে বিশ্বাস করতে পারে। যোহন নিজে সেই আলো
ছিলেন না কিন্তু সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন।

৯ সেই আসল আলো, যিনি প্রত্যেক মানুষকে আলো দান করেন,
১০ তিনি জগতে আসছিলেন। তিনি জগতেই ছিলেন এবং জগৎ তাঁর
১১ দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, তবু জগৎ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের
দেশে আসলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না।
১২ তবে যতজন তাঁর উপরে বিশ্বাস করে তাঁকে গ্রহণ করল তাদের
১৩ প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিলেন। এই লোক-
দের জন্ম রক্ত থেকে হয়নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা
থেকেও হয়নি, কিন্তু ঈশ্বর থেকেই হয়েছে।

১৪ সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে
বাস করলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা
সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি দয়া ও সত্যে পূর্ণ।

১৫ যোহন তাঁর বিষয়ে জোর গলায় সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, "উনিই সেই
লোক, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, যিনি আমার পরে আসছেন

তিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।"

১৬ আমরা সকলে তাঁর সেই পূর্ণতা থেকে দয়ার উপরে আরও দয়া
১৭ পেয়েছি। মোশির মধ্যে দিয়ে আইন–কানুন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু
১৮ যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে দয়া ও সত্য এসেছে। পিতা ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি। তাঁর বুকে–থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই ঈশ্বর, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

যোহনের সাক্ষ্য

১৯ যিহূদী নেতারা যিরূশালেম শহর থেকে কয়েকজন পুরোহিত ও লেবীয়কে যোহনের কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন,
২০ "আপনি কে?" যোহন অস্বীকার করলেন না বরং স্বীকার করে বললেন, "আমি মশীহ নই।"

তখন তাঁরা যোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে কে? আপনি কি এলিয়?"

তিনি বললেন, "না আমি এলিয় নই।"

তাঁরা বললেন, "তাহলে আপনি কি সেই নবী?"

উত্তরে তিনি বললেন, "না।"

২২ তখন তাঁরা তাঁকে বললেন, "তাহলে বলুন আপনি কে? যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছেন ফিরে গিয়ে তাঁদের তো আমাদের উত্তর দিতে হবে। আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনি নিজে কি বলেন?"

২৩ যোহন বললেন, "আমিই সেই কণ্ঠস্বর, যার বিষয়ে নবী যিশাইয় বলেছেন–

মরু –এলাকায় একজনের কণ্ঠস্বর
চিৎকার করে জানাচ্ছে,
তোমরা প্রভুর পথ সোজা কর।"

২৪ যোহনের কাছে যাঁদের পাঠানো হয়েছিল তাঁরা ছিলেন ফরীশী।
২৫ তাঁরা যোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি আপনি মশীহও নন, এলিয়ও নন কিম্বা সেই নবীও নন, তবে কেন আপনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন?'

২৬ যোহন উত্তরে সেই ফরীশীদের বললেন, "আমি জলে বাপ্তিস্ম

দিচ্ছি বটে, কিন্তু আপনাদের মধ্যে এমন একজন দাঁড়িয়ে আছেন
২৭ যাঁকে আপনারা চেনেন না। যাঁর আমার পরে আসবার কথা ছিল,
উনিই সেই লোক। আমি তাঁর জুতার ফিতাটা পর্যন্ত খুলে দেবার
যোগ্য নই।"

২৮ যর্দন নদীর অন্য পারে বেথনিয়া গ্রামে যেখানে যোহেন বাপ্তিস্ম
দিচ্ছিলেন, সেখানে এসব ঘটেছিল।

২৯ পরের দিন যোহন যীশুকে তাঁর নিজের দিকে আসতে দেখে
বললেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ
৩০ দূর করেন। ইনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, আমার
পরে একজন আসছেন যিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার
৩১ অনেক আগে থেকেই আছেন। আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু তিনি
যেন ইস্রায়েলীয়দের কাছে প্রকাশিত হন সেজন্য আমি এসে জলে
বাপ্তিস্ম দিচ্ছি।"

৩২ তারপর যোহন এই সাক্ষ্য দিলেন, "আমি পবিত্র আত্মাকে
কবুতরের মত হয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপরে থাকতে
৩৩ দেখেছি। আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে
বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন তিনিই আমাকে বলে দিয়েছেন, 'যাঁর
উপরে পবিত্র আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই সেই, যিনি
৩৪ পবিত্র আত্মাতে বাপ্তিস্ম দেবে।' আমি তা দেখেছি আর সাক্ষ্য
দিচ্ছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।

শিষ্য গ্রহণ

৩৫ পরের দিন যোহন ও তাঁর দু'জন শিষ্য আবার সেখানে ছিলেন।
৩৬ এমন সময় যীশুকে হেঁটে যেতে দেখে যোহন বললেন, "ঐ দেখ,
ঈশ্বরের মেষ-শিশু।"

৩৭ যোহনকে এই কথা বলতে শুনে সেই দু'জন শিষ্য যীশুর পিছনে
৩৮ পিছনে যেতে লাগলেন। যীশু পিছন ফিরে তাঁদের আসতে দেখে
বললেন, "তোমরা কিসের খোঁজ করছ?"

যোহনের শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করলেন, "রব্বি (অর্থাৎ গুরু),
আপনি কোথায় থাকেন?"

৩৯ যীশু তাঁদের বললেন, "এসে দেখ।" তখন তাঁরা গিয়ে যীশু

যেখানে থাকতেন সেই জায়গাটা দেখলেন এবং সেই দিন তাঁর সংগেই রইলেন। তখন প্রায় বিকাল চারটা।

৪০ যোহনের কথা শুনে যে দু'জন যীশুর পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন, তাঁদের একজনের নাম ছিল আন্দ্রিয়। ইনি ছিলেন শিমোন-
৪১ পিতরের ভাই। আন্দ্রিয় প্রথমে তাঁর ভাই শিমোনকে খুঁজে বের করলেন এবং বললেন, "আমরা মশীহের (অর্থাৎ খ্রীষ্টের) দেখা পেয়েছি।" আন্দ্রিয় শিমোনকে যীশুর কাছে আনলেন।

যীশু শিমোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি যোহনের ছেলে শিমোন, কিন্তু তোমাকে কৈফা বলে ডাকা হবে।" এই নামের অর্থ পিতর, অর্থাৎ পাথর।

৪৩ পরের দিন যীশু ঠিক করলেন তিনি গালীল প্রদেশে যাবেন। আর ফিলিপের সংগে দেখা হতে যীশু তাঁকে বললেন, "এস, আমার শিষ্য হও।"

৪৪ ফিলিপ ছিলেন বৈৎসৈদা গ্রামের লোক। আন্দ্রিয় আর পিতর
৪৫ ঐ একই গ্রামের লোক ছিলেন। ফিলিপ নথনেলকে খুঁজে বের করে বললেন, " মোশি যাঁর কথা আইন-কানুনে লিখে গেছেন এবং যাঁর বিষয়ে নবীরাও লিখেছেন, আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি। তিনি যোষেফের পুত্র যীশু, নাসরত গ্রামের লোক।"

৪৬ নথনেল ফিলিপকে বললেন, "নাসরত থেকে কি ভাল কোন কিছু আসতে পারে?"

ফিলিপ তাঁকে বললেন, "এসে দেখ।"

৪৭ যীশু নথনেলকে নিজের দিকে আসতে দেখে তাঁর বিষয়ে বললেন, "ঐ দেখ, একজন সত্যিকারের ইস্রায়েলীয়। তার মনে কোন ছলনা নেই।"

৪৮ নথনেল যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কেমন করে আমাকে চিনলেন?"

যীশু উত্তরে তাঁকে বললেন, "ফিলিপ তোমাকে ডাকবার আগে যখন তুমি সেই ডুমুর গাছের তলায় ছিলে, আমি তখনই তোমাকে দেখেছিলাম।"

৪৯ এতে নথনেল যীশুকে বললেন, "গুরু, আপনিই ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলীয়দের রাজা।"

৫০ যীশু তাঁকে বললেন, "তোমাকে সেই ডুমুর গাছের তলায়
দেখেছি, একথা বলবার জন্যই কি বিশ্বাস করলে? এর চেয়ে আরও
৫১ অনেক মহৎ ব্যাপার তুমি দেখতে পাবে।" পরে যীশু বললেন, "আমি
তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা স্বর্গ খোলা দেখবে, আর দেখবে
ঈশ্বরের দূতেরা মনুষ্যপুত্রের কাছ থেকে উঠছেন এবং তাঁর কাছে
নামছেন।"

কান্না গ্রামের বিয়ের ভোজ

২ এর দু'দিন পরে গালীলের কান্না গ্রামে একটা বিয়ে হয়েছিল।
২ যীশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই বিয়েতে যীশু এবং তাঁর
৩ শিষ্যরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। পরে যখন সমস্ত আংগুর-রস
ফুরিয়ে গেল, তখন যীশুর মা যীশুকে বললেন, "এদের আংগুর-রস
ফুরিয়ে গেছে।"
৪ যীশু তাঁর মাকে বললেন,"এই ব্যাপারে তোমার সংগে আমার কি
সম্বন্ধ? আমার সময় এখনও হয়নি।"
৫ তাঁর মা তখন চাকরদের বললেন, "ইনি তোমাদের যা করতে
বলেন তা-ই কর।"
৬ যিহূদী ধর্মের নিয়ম মত শুচি হবার জন্য সেই জায়গায় পাথরের
ছয়টা জালা বসানো ছিল। সেগুলোর প্রত্যেকটাতে দুই-তিন মণ করে
৭ জল ধরত। যীশু সেই চাকরদের বললেন,"এই জালাগুলোতে জল
ভরে দাও।" চাকরেরা তখন জালাগুলোর কাণায় কাণায় জল ভরে
৮ দিল। তারপর যীশু তাদের বললেন, "এবার ওখান থেকে অল্প তুলে
ভোজের কর্তার কাছে নিয়ে যাও।" চাকরেরা তা-ই করল।
৯ সেই আংগুর-রস, যা জল থেকে হয়েছিল, ভোজের কর্তা তা খেয়ে
দেখলেন। কিন্তু সেই রস কোথা থেকে আসল তা তিনি জানতেন না;
১০ তবে যে চাকরেরা জল তুলেছিল তারা জানত। তাই ভোজের কর্তা
বরকে ডেকে বললেন,"প্রথমে সকলে ভাল আংগুর-রস খেতে দেয়।
তারপর যখন লোকের ইচ্ছামত খাওয়া শেষ হয়, তখন যে রস দেয় তা
আগের চেয়ে কিছু মন্দ। কিন্তু তুমি ভাল আংগুর-রস এখনও পর্যন্ত
রেখেছ।"
১১ যীশু গালীল প্রদেশের কান্না গ্রামে চিহ্ন হিসাবে এই প্রথম

আশ্চর্য কাজ করে নিজের মহিমা প্রকাশ করলেন। এতে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর উপর বিশ্বাস করলেন।

১২ তারপর যীশু, তাঁর মা, তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর শিষ্যেরা কফরনামূহ শহরে গেলেন, কিন্তু বেশী দিন তাঁরা সেখানে থাকলেন না।

যিরূশালেমের উপাসনা-ঘরে প্রভু যীশু

১৩ যিহূদীদের উদ্ধার-পর্বের সময় কাছে আসলে পর যীশু যিরূ-
শালেমে গেলেন। তিনি সেখানে দেখলেন, লোকেরা উপাসনা-ঘরের
মধ্যে গরু, ভেড়া আর কবুতর বিক্রী করছে এবং টাকা বদল করে
১৫ দেবার লোকেরাও বসে আছে। এ সব দেখে তিনি দড়ি দিয়ে একটা
চাবুক তৈরী করলেন, আর তা দিয়ে সমস্ত গরু, ভেড়া এবং লোক-
দেরও সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। টাকা বদল করে দেবার
লোকদের টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি তাদের টেবিলগুলো উল্টে
ফেললেন।

১৬ যারা কবুতর বিক্রী করছিল যীশু তাদের বললেম, "এই জায়গা
থেকে এসব নিয়ে যাও। আমার পিতার ঘরকে ব্যবসার ঘর কোরো
না।" এতে পবিত্র শাস্ত্রে লেখা এই কথাটা তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল-

তোমার ঘরের জন্য আমার যে গভীর ভালবাসা,
সেই ভালবাসাই আমার অন্তরকে জ্বালিয়ে তুলবে।

১৮ তখন যিহূদী নেতারা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু এই সব
করবার অধিকার যে তোমার সত্যিই আছে, তার কি প্রমাণ তুমি
আমাদের দেখাতে পার?"

১৯ উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "ঈশ্বরের ঘর আপনারা ভেংগে
ফেলুন, তিন দিনের মধ্যে আবার আমি তা উঠাব।"

২০ এই কথা শুনে যিহূদী নেতারা তাঁকে বললেন, "এই উপাসনা-
ঘরটা তৈরী করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল, আর তুমি কি তিন
দিনের মধ্যে এটা উঠাবে?"

২১ যীশু কিন্তু ঈশ্বরের ঘর বলতে নিজের দেহের কথাই বলছিলেন।
২২ তাই যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলে পর তাঁর শিষ্যদের মনে
পড়ল যে, তিনি তাঁদের ঐ কথাই বলেছিলেন। তখন শিষ্যেরা পবিত্র
শাস্ত্রের কথায় এবং যীশু যে কথা বলেছিলেন তাতে বিশ্বাস করলেন।

২৩ উদ্ধার-পর্বের সময় যীশু যিরূশালেমে থেকে যে সব আশ্চর্য
২৪ কাজ করছিলেন তা দেখে অনেকেই তাঁর উপর বিশ্বাস করল। যীশু
কিন্তু তাদের কাছে নিজেকে ধরা দিলেন না, কারণ তিনি সব মানুষকে
২৫ জানতেন। মানুষের বিষয়ে কারও সাক্ষ্যের দরকারও তাঁর ছিল না,
কারণ মানুষের মনে যা আছে তা তাঁর জানা ছিল।

নতুন জন্ম

৩ ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে যিহূদীদের একজন নেতা
২ ছিলেন। একদিন রাতে তিনি যীশুর কাছে এসে বললেন, "গুরু,
আমরা জানি আপনি একজন শিক্ষক হিসাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে
এসেছেন, কারণ আপনি যে সব আশ্চর্য কাজ করছেন, ঈশ্বর সংগে না
থাকলে কেউ তা করতে পারে না।"
৩ যীশু নীকদীমকে বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি,
নতুন করে জন্ম না হলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না।"
৪ তখন নীকদীম তাঁকে বললেন, "মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে কেমন
করে তার আবার জন্ম হতে পারে? দ্বিতীয় বার মায়ের গর্ভে ফিরে
গিয়ে সে কি আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে?"
৫ উত্তরে যীশু বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, জল এবং
পবিত্র আত্মা থেকে জন্ম না হলে কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে ঢুকতে পারে
৬ না। মানুষ থেকে যা জন্মায় তা মানুষ, আর যা পবিত্র আত্মা থেকে
৭ জন্মায় তা আত্মা। আমি যে আপনাকে বললাম, আপনাদের নতুন
৮ করে জন্ম হওয়া দরকার, এতে আশ্চর্য হবেন না। বাতাস যেদিকে
ইচ্ছা সেদিকে বয়, আর আপনি তার শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা
থেকে আসে এবং কোথায়ই বা যায় তা আপনি জানেন না। পবিত্র
আত্মা থেকে যাদের জন্ম হয়েছে তাদেরও ঠিক সেই রকম হয়।"
৯ নীকদীম যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কেমন করে হতে
পারে?"
১০ তখন যীশু তাঁকে বললেন, "আপনি ইস্রায়েলীয়দের শিক্ষক
১১ হয়েও কি এ সব বোঝেন না? আপনাকে সত্যিই বলছি, আমরা
যা জানি তা-ই বলি এবং যা দেখেছি সেই সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিই, কিন্তু
১২ আপনারা আমাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেন। আমি আপনাদের কাছে

জাগতিক বিষয়ে কথা বললে যখন বিশ্বাস করেন না, তখন স্বর্গীয়
বিষয়ে কথা বললে কেমন করে বিশ্বাস করবেন?
১৩ "যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন সেই মনুষ্যপুত্র ছাড়া আর
১৪ কেউই স্বর্গে ওঠেনি। মোশি যেমন মরু-এলাকায় সেই সাপকে
উঁচুতে তুলেছিলেন তেমনি মনুষ্যপুত্রকেও উঁচুতে তুলতে হব,
১৫ যেন যে কেউ তাঁর উপরে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন পায়।
১৬ "ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে
তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে
১৭ বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। ঈশ্বর মানুষকে দোষী প্রমাণ
করবার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠাননি, বরং মানুষ যেন পুত্রের
১৮ দ্বারা পাপ থেকে উদ্ধার পায় সেই জন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন। যে
সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে তার কোন বিচার হয় না, কিন্তু যে
বিশ্বাস করে না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে,
১৯ কারণ সে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের উপরে বিশ্বাস করেনি। তাকে
দোষী বলে স্থির করা হয়েছে কারণ জগতে আলো এসেছে, কিন্তু
মানুষের কাজ মন্দ বলে মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভাল-
২০ বেসেছে। যে কেউ অন্যায় কাজ করতে থাকে, সে আলো ঘৃণা করে।
তার অন্যায় কাজগুলো প্রকাশ হয়ে পড়বে বলে সে আলোর কাছে
২১ আসে না। কিন্তু যে সত্যের পথে চলে সে আলোর কাছে আসে যেন
তার কাজগুলো যে ঈশ্বরের ইচ্ছামত করা হয়েছে তা প্রকাশ পায়।"

যোহনের সাক্ষ্য

২২ এর পরে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা যিহূদিয়া প্রদেশে গেলেন।
সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের সংগে কিছু দিন থাকলেন এবং লোক-
২৩ দের বাপ্তিস্ম দিতে লাগলেন। শালীম নামে একটা গ্রামের কাছে
ঐনোন বলে একটা জায়গায় তখন যোহনও বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, কারণ
সেই জায়গায় অনেক জল ছিল আর লোকেরাও এসে বাপ্তিস্ম গ্রহণ
২৪ করছিল। তখনও যোহনকে জেলখানায় বন্দী করা হয়নি।
২৫ সেই সময় ধর্মের নিয়ম মত শুচি হওয়ার বিষয় নিয়ে যোহনের
২৬ শিষ্যেরা একজন যিহূদীর সংগে তর্ক আরম্ভ করেছিলেন। পরে
তাঁরা যোহনের কাছে এসে বললেন, "গুরু, যিনি যর্দনের অন্য পারে

আপনার সংগে ছিলেন এবং যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন,
দেখুন, তিনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন আর সবাই তাঁর কাছে যাচ্ছে।"
২৭ এর উত্তরে যোহন বললেন, "স্বর্গ থেকে দেওয়া না হলে কারও
২৮ পক্ষে কোন কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। তোমরাই আমাকে বলতে
শুনেছ যে, আমি মশীহ নই, কিন্তু আমাকে তাঁর আগে পাঠানো
২৯ হয়েছে। যার হাতে কন্যাকে দেওয়া হয়েছে, সে-ই বর। বরের বন্ধু
দাঁড়িয়ে বরের কথা শোনে এবং তাঁর গলার আওয়াজ শুনে খুব খুশী
৩০ হয়। ঠিক সেই ভাবে আমার আনন্দও আজ পূর্ণ হল। তাঁকে বেড়ে
উঠতে হবে আর আমাকে সরে যেতে হবে।
৩১ "যিনি উপর থেকে আসেন তিনি সকলের উপরে। যে পৃথিবী
থেকে আসে সে পৃথিবীর, আর সে পৃথিবীর কথাই বলে। কিন্তু
৩২ যিনি স্বর্গ থেকে আসেন তিনিই সকলের উপরে। তিনি যা দেখেছেন
আর শুনেছেন তারই সাক্ষ্য দেন, কিন্তু কেউ তাঁর সাক্ষ্য গ্রাহ্য করে
৩৩ না। যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রাহ্য করেছে, সে তার দ্বারাই প্রমাণ করেছেন যে,
৩৪ ঈশ্বর যা বলেন তা সত্যি। ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন, তিনি ঈশ্বরেরই
৩৫ কথা বলেন, কারণ ঈশ্বর তাঁকে পবিত্র আত্মা মেপে দেন না। পিতা
৩৬ পুত্রকে ভালবাসেন এবং তাঁর হাতে সমস্তই দিয়েছেন। যে কেউ
পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে তখনই অনন্ত জীবন পায়, কিন্তু যে
পুত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও পাবে না, বরং ঈশ্বরের
ক্রোধ তার উপরে থাকবে।"

শমরীয় স্ত্রীলোকটি

৪ যীশু যে যোহনের চেয়ে অনেক বেশী শিষ্য করছেন এবং বাপ্তিস্ম
২ দিচ্ছেন তা ফরীশীরা শুনেছিলেন। (অবশ্য যীশু নিজে বাপ্তিস্ম
৩ দিতেন না, তাঁর শিষ্যেরাই দিতেন।) যীশু তা জানতে পেরে যিহূ-
৪ দিয়া প্রদেশ ছেড়ে আবার গালীলে চলে গেলেন। গালীলে যাবার
৫ সময় তাঁকে শমরিয়া প্রদেশের মধ্য দিয়ে যেতে হল। তিনি শূখর নামে
শমরিয়ার একটা গ্রামে আসলেন। যাকোব তাঁর ছেলে যোষেফকে যে
৬ জমি দান করেছিলেন, এই গ্রামটা ছিল তারই কাছে। সেই জায়গায়
যাকোবের কূয়া ছিল। পথে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যীশু সেই
কূয়ার পাশে বসলেন।

৩৪ কোন খাবার এনে দিয়েছে?"

তখন যীশু তাঁদের বললেন, "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পালন করা এবং তাঁর কাজ শেষ করাই হল আমার খাবার।
৩৫ তোমরা কি বল না, 'আর চার মাস বাকী আছে, তার পরেই ফসল কাটবার সময় হবে'? কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, চোখ তুলে একবার
৩৬ ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখ, ফসল কাটবার মত হয়েছে। যে ফসল কাটে সে এখনই বেতন পাচ্ছে এবং অনন্ত জীবনের জন্য ফসল জড় করে রাখছে। তার ফলে যে বীজ বোনে আর যে ফসল কাটে, দু'জনই
৩৭ সমানভাবে খুশী হয়। এতে এই কথা প্রমাণ হয় যে, 'একজন বোনে
৩৮ আর অন্য একজন কাটে।' আমি তোমাদের এমন ফসল কাটতে পাঠালাম যার জন্য তোমরা পরিশ্রম কর নি। অন্যেরা পরিশ্রম করেছে আর তোমরা সেই পরিশ্রমের ফসল কেটেছ।"

৩৯ যে স্ত্রীলোকটি এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, সে যা করেছে সবই তিনি তাকে বলে দিয়েছেন, তার কথা শুনে সেই গ্রামের অনেক
৪০ শমরীয় যীশুর উপর বিশ্বাস করল। তারা যীশুর কাছে গিয়ে তাঁকে তাদের সংগে কিছু দিন থাকতে অনুরোধ করল। সেই
৪১ জন্য যীশু সেখানে দু'দিন থাকলেন। তখন তাঁর কথা শুনে আরও
৪২ অনেক লোক বিশ্বাস করল। সেই স্ত্রীলোকটিকে তারা বলল, "এখন যে আমরা বিশ্বাস করছি তা তোমার কথাতে নয়, কিন্তু আমরা নিজেরাই তাঁর কথা শুনে বুঝতে পেরেছি যে, উনি সত্যিই মানুষের উদ্ধারকর্তা।"

রাজ-কর্মচারীর ছেলেটি সুস্থ হল

৪৩ সেখানে দু'দিন থাকবার পর যীশু শমরিয়া থেকে গালীল
৪৪ প্রদেশে চলে গেলেন। কারণ তিনি নিজেই বলেছিলেন যে, নিজের
৪৫ দেশে নবীর সম্মান নেই। পর্বের সময় যীশু যিরূশালেমে যা কিছু করেছিলেন, গালীলের লোকেরা সেই পর্বে গিয়েছিল বলে সব দেখতে পেয়েছিল। এই জন্য যীশু যখন গালীলে গেলেন তখন সেখানকার লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করল।

৪৬ পরে যীশু আবার গালীলের সেই কান্না গ্রামে গেলেন। এখানেই তিনি জলকে আংগুর-রস করেছিলেন। গালীলের কফরনাহূম শহরে

৪৭ একজন রাজ–কর্মচারীর ছেলে অসুখে ভুগছিল। যীশু যিহূদিয়া
থেকে গালীলে এসেছেন শুনে সেই রাজ–কর্মচারী তাঁর কাছে গেলেন
এবং অনুরোধ করলেন যেন তিনি কফরনাহূমে গিয়ে তাঁর ছেলেকে
সুস্থ করেন। তাঁর ছেলেটা তখন মরবার মত হয়েছিল।
৪৮ যীশু সেই রাজ–কর্মচারীকে বললেন, "কোন চিহ্ন বা কোন
আশ্চর্য কাজ না দেখলে আপনারা কোনমতেই বিশ্বাস করবেন না।"
৪৯ তখন সেই রাজ–কর্মচারী বললেন, "দয়া করে আমার ছেলেটি
মারা যাবার আগেই আসুন।"
৫০ যীশু তাঁকে বললেন, "আপনি যান, আপনার ছেলেটি বাঁচল।"
এতে তিনি যীশুর কথাতে বিশ্বাস করে চলে গেলেন।
৫১ সেই কর্মচারী যখন বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পথেই তাঁর
দাসেরা তাঁর কাছে গিয়ে বলল,"আপনার ছেলেটি ভাল হয়ে গেছে।"
৫২ তিনি সেই দাসদের জিজ্ঞাসা করলেন,"সে কখন ভাল হয়েছে?"
তারা বলল, "গত কাল দুপুর একটার সময় তার জ্বর ছেড়েছে।"
৫৩ এতে ছেলেটির বাবা বুঝতে পারলেন, ঠিক সেই সময়েই যীশু
তাঁকে বলেছিলেন, "আপনার ছেলেটি বাঁচল।" তখন সেই রাজ–
কর্মচারী ও তাঁর পরিবারের সবাই যীশুর উপর বিশ্বাস করলেন।
৫৪ যিহূদিয়া থেকে গালীলে আসবার পর যীশু এই দ্বিতীয়
আশ্চর্য কাজ করলেন।

আর একজন রোগী সুস্থ হল

৫ এই সব ঘটনার পরে যীশু যিরূশালেমে গেলেন, কারণ সেই সময়
২ যিহূদীদের একটা পর্ব ছিল। যিরূশালেমে মেষ–দরজার কাছে একটা
পুকুর আছে, তার পাঁচটা ঘাট, প্রত্যেকটিই ছাদ–দেওয়া। ইব্রীয়
৩ ভাষায় পুকুরটার নাম 'বৈথেস্‌দা'। সেই সব ঘাটে অনেক রোগী পড়ে
থাকত। অন্ধ, খোড়া, এমন কি শরীর যাদের একেবারে শুকিয়ে গেছে
তেমন লোকও তাদের মধ্যে ছিল।
৪ একজন স্বর্গদূত সময়ে সময়ে ঐ পুকুরে নেমে এসে জল
কাঁপাতেন। আর তার পরেই যে প্রথমে জলের মধ্যে নামত, তার যে
কোন রোগ ভাল হয়ে যেত। ঐসব রোগীরা জল কাঁপবার অপেক্ষায়
সেখানে পড়ে থাকত।

৫ আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছে তেমন একজন লোকও সেখানে
৬ ছিল। অনেক দিন ধরে সে এই ভাবে পড়ে আছে জেনে যীশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি ভাল হবার ইচ্ছা আছে?"
৭ রোগীটি উত্তর দিল, "আমার এমন কেউই নেই, যে জলটা কেঁপে উঠবার সংগে সংগে আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেয়। আমি যেতে না যেতেই আর একজন আমার আগে নেমে পড়ে।"
৮ যীশু তাকে বললেন, "ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে
৯ বেড়াও।" তখনই সেই লোকটি ভাল হয়ে গেলও তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল।
১০ সেই দিনটা ছিল বিশ্রামবার। এই জন্য যেলোকটিকে ভাল করা হয়েছিল, তাকে যিহূদী নেতারা বললেন, "আজ বিশ্রামবার ; ধর্মের নিয়ম মতে বিছানা তুলে নেওয়া তোমার উচিত নয়।"
১১ তখন সে সেই নেতাদের বলল, "কিন্তু যিনি আমাকে ভাল করে–ছেন তিনিই আমাকে বলেছেন, 'তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও।' "
১২ তাঁরা সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে সেই লোক, যে তোমাকে বলেছে, 'তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও'?"
১৩ কিন্তু যে লোকটি ভাল হয়েছিল সে জানত না তিনি কে, কারণ সেই জায়গায় অনেক লোক ভীড় করেছিল বলে যীশু চলে গিয়েছিলেন।
১৪ এর পরে যীশু সেই লোকটিকে উপাসনা–ঘরে দেখতে পেয়ে বল–লেন, "দেখ, তুমি ভাল হয়েছ। পাপে জীবন আর কাটায়ো না, যেন
১৫ তোমার আরও ক্ষতি না হয়।" তখন সেই লোকটি গিয়ে যিহূদী নেতাদের বলল যে, তাকে যিনি ভাল করেছেন, তিনি যীশু।

পুত্রের অধিকার

১৬ বিশ্রামবারে যীশু এই সব কাজ করছিলেন বলে যিহূদী নেতারা
১৭ তাঁকে কষ্ট দিতে লাগলেন। তখন তিনি সেই নেতাদের বললেন, "আমার পিতা সব সময় কাজ করছেন এবং আমিও করছি।"
১৮ যীশুর এই কথার জন্য যিহূদী নেতারা তাঁকে মেরে ফেলবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন, কারণ তিনি যে কেবল বিশ্রামবারের নিয়ম ভাংছিলেন তা নয়, ঈশ্বরকে নিজের পিতা বলে ডেকে নিজেকে

ঈশ্বরের সমানও করছিলেন।

১৯ এতে যীশু সেই নেতাদের বললেন,"আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, পুত্র নিজ থেকে কিছুই করতে পারেন না। পিতাকে যা করতে দেখেন কেবল তা-ই করতে পারেন, কারণ পিতা যা করেন ২০ পুত্রও তা-ই করেন। পিতা পুত্রকে ভালবাসেন এবং তিনি নিজে যা কিছু করেন সমস্তই পুত্রকে দেখান। তিনি এগুলোর চেয়ে আরও মহৎ কাজ পুত্রকে দেখাবেন, যেন পুত্রকে সেই সব কাজ করতে দেখে ২১ আপনারা আশ্চর্য হন। পিতা যেমন মৃতদের জীবন দিয়ে উঠান ২২ ঠিক তেমনি পুত্রও যাকে ইচ্ছা করেন তাকে জীবন দেন। পিতা কারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রকে দিয়েছেন, ২৩ যেন পিতাকে যেমন সবাই সম্মান করে তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে। পুত্রকে সে সম্মান করে না, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাকেও সে সম্মান করে না।

২৪ "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, সে তখনই অনন্ত জীবন পায়। তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না; সে তো মৃত্যু ২৫ থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে। আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, এমন সময় আসছে, বরং এখনই এসেছে, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের ২৬ পুত্রের গলার স্বর শুনবে এবং যারা শুনবে তারা জীবিত হবে। এর কারণ হল, পিতা নিজে যেমন জীবনের অধিকারী, তেমনি তিনি পুত্রকেও জীবনের অধিকারী হতে দিয়েছেন।

২৭ "পিতা পুত্রকে মানুষের বিচার করবার অধিকার দিয়েছেন, কারণ ২৮ তিনি মনুষ্যপুত্র। এই কথা শুনে আশ্চর্য হবেন না, কারণ এমন সময় আসছে, যারা কবরে আছে তারা সবাই মনুষ্যপুত্রের গলার স্বর শুনে ২৯ বের হয়ে আসবে। যারা ভাল কাজ করেছে তারা জীবন পাবার জন্য উঠবে, আর যারা অন্যায় কাজ করে সময় কাটিয়েছে তারা শাস্তি ৩০ পাবার জন্য উঠবে। আমি নিজ থেকে কিছুই করতে পারি না, যেমন শুনি তেমনই বিচার করি। আমি ন্যায় বিচার করি, কারণ আমি আমার ইচ্ছামত কাজ করতে চাই না কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছামত কাজ করতে চাই।

প্রভু যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য

৩১ "আমিই যদি আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্যই দিই তবে আমার সেই
৩২ সাক্ষ্য সত্যি নয়। অন্য একজন আছেন যিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য
দিচ্ছেন, আর আমি জানি আমার বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য দেন তা
৩৩ সত্যি। আপনারা যোহনের কাছে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছিলেন, আর
৩৪ তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। অবশ্য আমি মানুষের সাক্ষ্যের
উপর নির্ভর করি না, কিন্তু যেন আপনারা পাপ থেকে উদ্ধার পান
৩৫ সে জন্যই এসব কথা বলছি। যোহনই সেই বাতি যা জ্বলে আলো
দিচ্ছিল ; আপনারা কিছু সময়ের জন্য তাঁর সেই আলোতে আনন্দ
৩৬ করতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু যোহনের সাক্ষ্যের চেয়ে আরও বড়
সাক্ষ্য আমার আছে, কারণ পিতা আমাকে যে কাজগুলো করতে দিয়ে-
ছেন, সেগুলোই আমি করছি। আর সেগুলো আমার বিষয়ে এই
৩৭ সাক্ষ্য দেয় যে, পিতাই আমাকে পাঠিয়েছেন। সেই পিতা, যিনি
আমাকে পঠিয়েছেন, তিনি নিজেই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।
আপনারা কখনও তাঁর স্বরও শোনেন নি, চেহারাও দেখেন নি।
৩৮ তাছাড়া তাঁর বাক্য আপনাদের অন্তরে থাকে না, কারণ তিনি যাঁকে
৩৯ পাঠিয়েছেন তাঁর উপর আপনারা বিশ্বাস করেন না। আপনারা পবিত্র
শাস্ত্র খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন, কারণ আপনারা মনে করেন তার
দ্বারা অনন্ত জীবন পাবেন। কিন্তু সেই শাস্ত্র তো আমারই বিষয়ে
৪১,৪২ সাক্ষ্য দেয় ; তবুও আপনারা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে
আসতে চান না।

"আমি মানুষের প্রশংসা পাবার চেষ্টা করি না, কিন্তু আমি
আপনাদের জানি। আমি জানি আপনাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি
৪৩ ভালবাসা নেই। আমি আমার পিতার নামে এসেছি আর আপনারা
আমাকে গ্রহণ করছেন না ; কিন্তু অন্য কেউ যদি তার নিজের নামে
৪৪ আসে, তাকে আপনারা গ্রহণ করবেন। আপনারা একজন অন্যজনের
কাছ থেকে প্রশংসা পাবার আশা করেন, কিন্তু সে প্রংশসা একমাত্র
ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তার চেষ্টাও করেন না। এর পরে
৪৫ আপনারা কেমন করে বিশ্বাস করতে পারেন? মনে করবেন না যে,
পিতার কাছে আমি আপনাদের দোষী করব; কিন্তু যে মোশির উপরে

আপনারা আশা করে আছেন সেই মোশিই আপনাদের দোষী কর–
৪৬ ছেন। যদি আপনারা মোশিকে বিশ্বাস করতেন তবে আমাকেও
৪৭ বিশ্বাস করতেন, কারণ মোশি তো আমারই বিষয়ে লিখেছেন। কিন্তু যখন তাঁর লেখায়ই আপনারা বিশ্বাস করেন না তখন কেমন করে আমার কথায় বিশ্বাস করবেন?"

পাঁচ হাজার লোকদের খাওয়ানো

৬ এর পরে যীশু গালীল সাগরের অন্য পারে চলে গেলেন। এই
২ সাগরকে তিবিরিয়া সাগরও বলা হয়। অনেক লোক যীশুর পিছনে পিছনে যেতে লাগল, কারণ রোগীদের উপর তিনি যে সব আশ্চর্য
৩ কাজ করছিলেন তারা তা দেখেছিল। যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে
৪ একটা পাহাড়ের উপরে উঠে বসলেন। সেই সময় যিহূদীদের উদ্ধার
৫ পর্ব কাছে এসেছিল। যীশু চেয়ে দেখলেন অনেক লোক তাঁর কাছে আসছে। তিনি ফিলিপকে বললেন,"এই লোকদের খাওয়াবার জন্য
৬ আমরা কোথা থেকে রুটি কিনব?" ফিলিপকে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি ঐ কথা বললেন, কারণ কি করবেন তা তিনি জানতেন।

৭ ফিলিপ যীশুকে বললেন, "ওরা যদি প্রত্যেকে অল্প করেও পায় তবু দু'শো দীনারের রুটিতেও কুলাবে না।"

৮ যীশুর শিষ্যদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আন্দ্রিয়। ইনি ছিলেন
৯ শিমোন–পিতরের ভাই। আন্দ্রিয় যীশুকে বললেন, "এখানে একটা ছোট ছেলের কাছে পাঁচটা যবের রুটি আর দু'টা মাছ আছে; কিন্তু এত লোকের মধ্যে ওতে কি হবে?"

১০ যীশু বললেন,"লোকদের বসিয়ে দাও।" সেই জায়গায় অনেক ঘাস ছিল। লোকেরা তারই উপর বসে গেল। সেখানে পুরুষের
১১ সংখ্যাই ছিল প্রায় পাঁচ হাজার। এর পরে যীশু সেই রুটি কয়খানা নিয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিলেন এবং যারা বসে ছিল তাদের ভাগ করে দিলেন। সেই ভাবে তিনি মাছও দিলেন. যে যত চাইল তত পেল।

১২ লোকরা পেট ভরে খেলে পর যীশু শিষ্যদের বললেন,"যে টুকরাগুলো বাকী আছে সেগুলো একসংগে জড় কর যেন কিছুই
১৩ নষ্ট না হয়।" লোকেরা খাবার পরে সেই পাঁচখানা রুটির যা বাকী ছিল, শিষ্যেরা তা জড় করে বারোটা টুক্‌রী ভর্তি করলেন।

১৪ যীশুর এই আশ্চর্য কাজ দেখে লোকেরা বলতে লাগল,"জগতে
১৫ যে নবীর আসবার কথা আছে, ইনি সত্যিই সেই নবী।" এতে যীশু বুঝলেন, লোকেরা তাঁকে জোর করে তাদের রাজা করবার জন্য ধরতে আসছে। সেই জন্য তিনি একাই আবার সেই পাহাড়ে চলে গেলেন।

প্রভু যীশুর সাগরের জলের উপরে হাঁটলেন

১৬,১৭ সন্ধ্যা হলে পর যীশুর শিষ্যেরা সাগরের ধারে গেলেন, আর নৌকায় উঠে কফরনাহূম শহরে যাবার জন্য সাগর পার হতে লাগ–লেন। সেই সময় অন্ধকার হয়েছিল, আর তখনও যীশু তাঁদের কাছে
১৯ আসেন নি। খুব জোরে বাতাস বইছিল বলে সাগরেও বড় বড় ঢেউ উঠছিল। তিন–চার মাইল নৌকা বেয়ে যাবার পর তাঁরা দেখলেন, যীশু সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের নৌকা কাছে আসছেন। এ
২০ দেখে শিষ্যেরা খুব ভয় পেলেন। তখন যীশু তাঁদের বললেন,"ভয় কোরো না ; এ আমি।"

২১ শিষ্যেরা তাঁকে নৌকায় তুলে নিতে চাইলেন; আর তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন নৌকাটা তখনই সেখানে পৌঁছে গেল।

জীবন–রুটির বিষয়ে উপদেশ

২২ সাগরের অন্য পারে যে লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল, পরদিন তারা বুঝতে পারল যে, আগের দিন সেখানে একটা নৌকা ছাড়া আর অন্য কোন নৌকা ছিল না। তারা আরও বুঝতে পারল যে, যীশু তাঁর শিষ্যদের সংগে সেই নৌকায় ওঠেন নি বরং শিষ্যেরা একাই চলে
২৩ গিয়েছিলেন। তবে যেখানে প্রভু ধন্যবাদ দেবার পর লোকেরা রুটি খেয়েছিল, সেই জায়গার কাছে তখন তিবিরিয়া শহর থেকে কয়েকটা
২৪ নৌকা আসল। এই জন্য লোকেরা যখন দেখল যে, যীশু বা তাঁর শিষ্যরা কেউই সেখানে নেই, তখন সেই নৌকাগুলোতে উঠে
২৫ যীশুকে খুঁজবার জন্য কফরনাহূমে গেল। তারপর সাগরের অন্য পারে যীশুকে খুঁজে পেয়ে বলল, "গুরু আপনি কখন এখানে এসেছেন?"

২৬ যীশু উত্তর দিলেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আপনারা আশ্চর্য কাজ দেখেছেন বলেই যে আমার খোঁজ করছেন তা নয়,বরং

২৭ পেট ভরে রুটি খেতে পেয়েছেন বলেই খোঁজ করছেন। কিন্তু যে
খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? যে
খাবার নষ্ট হয় না বরং অনন্ত জীবন দান করে, তারই জন্য ব্যস্ত
হন। সেই খাবারই মনুষ্যপুত্র আপনাদের দেবেন কারণ তাঁকেই
পিতা ঈশ্বর এই কাজের উপযুক্ত বলে দেখিয়েছেন।

২৮ এতে লোকেরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করল,"তাহলে ঈশ্বরের কাজ
করবার জন্য আমাদের কি করতে হবে?"

২৯ যীশু তাদের বললেন, "ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন, তাঁর উপরে
বিশ্বাস করাই হল ঈশ্বরের কাজ।"

৩০ তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে কি এমন আশ্চর্য
কাজ আপনি করবেন যা দেখে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করতে
৩১ পারি? আপনি কি কাজ করবেন? আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো
মরু-এলাকায় মান্না খেয়েছিলেন। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, 'ঈশ্বর
স্বর্গ থেকে তাদের রুটি খেতে দিলেন।"

৩২ যীশু তাদের বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, স্বর্গ
থেকে যে রুটি আপনারা পেয়েছিলেন তা মোশি আপনাদের দেন নি,
কিন্তু আমার পিতাই সত্যিকারের রুটি স্বর্গ থেকে আপনাদের
৩৩ দিচ্ছেন। স্বর্গ থেকে নেমে এসে যিনি মানুষকে জীবন দেন তিনিই
ঈশ্বরের দেওয়া রুটি।"

৩৪ লোকেরা তাঁকে বলল, "তাহলে সেই রুটিই সব সময় আমাদের
দিন।"

৩৫ যীশু তাদের বললেন,"আমিই সেই জীবন-রুটি। যে আমার
কাছে আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে আমার উপর বিশ্বাস
৩৬ করে তার আর কখনও পিপাসাও পাবে না। আমি তো আপনাদের
বলেছি যে, আপনারা আমাকে দেখেছেন কিন্তু তবুও বিশ্বাস করেন
৩৭ না। পিতা আমাকে যাদের দেন, তারা সবাই আমার কাছে আসবে।
যে আমার কাছে আসে, আমি তাকে কোনমতেই বাইরে ফেলে দের
৩৮ না ; কারণ আমি আমার ইচ্ছামত কাজ করতে আসি নি, বরং যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছামত কাজ করতে স্বর্গ থেকে নেমে
৩৯ এসেছি। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচছা এই যে যাদের তিনি
আমাকে দিয়েছেন তাদের একজনকেও যেন আমি না হারাই বরং শেষ

৪০ দিনে জীবিত করে তুলি। আমার পিতার ইচ্ছা এই–পুত্রকে যে
দেখে আর তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়। আর
আমিই তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।"

৪১ তখন যিহূদী নেতারা যীশুর বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করতে
লাগলেন, কারণ যীশু বলেছিলেন, "স্বর্গ থেকে যে রুটি নেমে
এসেছে, আমিই সেই রুটি।"

৪২ সেই নেতারা বলতে লাগলেন, "এ কি যোষেফের ছেলে যীশু
নয়? এর মা–বাবাকে তো আমরা চিনি। তবে এ কেমন করে বলে,
'আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি'?"

৪৩ যীশু তাঁদের বললেন, "আপনারা নিজেদের মধ্যে নানা কথা
৪৪ বলবেন না। আমার পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি টেনে না
আনলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না। আর আমিই তাকে
৪৫ শেষ দিনে জীবিত করে তুলব। নবীদের বইয়ে লেখা আছে, 'তারা
সবাই ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা পাবে।' যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনে
৪৬ শিক্ষা পেয়েছে সে–ই আমার কাছে আসে। পিতাকে কেউ দেখে নি,
কেবল যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, তিনিই তাঁকে দেখেছেন।
৪৭ আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস করে,
সে তখনই অনন্ত জীবন পায়।"

৪৮,৪৯ "আমিই জীবন–রুটি। আপনাদের পূর্বপুরুষেরা মরু–এলাকায়
৫০ মান্না খেয়েছিলেন, আর তবুও তাঁরা মারা গেছেন। কিন্তু এ সেই
রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, যাতে মানুষ তা খেয়ে মৃত্যুর হাত
৫১ থেকে রেহাই পায়। আমিই সেই জীবন্ত রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে
এসেছে। এই রুটি যে খাবে সে চিরকালের জন্য জীবন পাবে। আমার
দেহই সেই রুটি। মানুষ যেন জীবন পায় সেই জন্য আমি আমার
এই দেহ দেব।"

৫২ এই কথা শুনে যিহূদী নেতাদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হল।
তাঁরা বলতে লাগলেন, "কেমন করে এই লোকটা তার দেহ আমাদের
খেতে দিতে পারে?"

৫৩ যীশু তাঁদের বললেন, "আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, মনুষ্য–
পুত্রের মাংস ও রক্ত যদি আপনারা না খান, তবে আপনাদের মধ্যে
৫৪ জীবন নেই। যদি কেউ আমার মাংস ও রক্ত খায় সে অনন্ত জীবন

৫৫ পায়, আর আমি শেষ দিনে তাকে জীবিত করে তুলব। আমার মাংসই
৫৬ হল আসল খাবার আর আমার রক্তই আসল পানীয়। যে আমার মাংস
ও রক্ত খায় সে আমারই মধ্যে থাকে আর আমিও তার মধ্যে থাকি।
৫৭ জীবন্ত পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন আর তাঁরই দরুন আমি জীবিত
আছি। ঠিক সেই ভাবে, যে আমাকে খায় সেও আমার দরুন জীবিত
৫৮ থাকবে। এ সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। আপনাদের
পূর্বপুরুষেরা যে রুটি খেয়েও মারা গেছেন এ সেই রকম রুটি নয়।
এই রুটি যে খাবে সে চিরকালের জন্য জীবন পাবে।"

লোকদের অবিশ্বাস

৫৯ কফরনাহূমের সমাজ-ঘরে শিক্ষা দেবার সময় যীশু এই কথা
৬০ বলেছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এই কথা শুনে বলল,"এ
বড় কঠিন শিক্ষা। কে এটা গ্রহণ করতে পারে?"
৬১ যীশু নিজের মনে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শিষ্যেরা এই বিষয়
নিয়ে নানা কথা বলছে। সেই জন্য তিনি তাঁদের বললেন, "এতে কি
৬২ তোমরা মনে বাধা পাচ্ছ? তবে মনুষ্যপুত্র আগে যেখানে ছিলেন,
৬৩ তাঁকে সেখানে উঠে যেতে দেখলে তোমরা কি বলবে? মানুষের দেহ
কোন কাজের নয়; পবিত্র আত্মাই জীবন দেন। আমি তোমাদের যে
৬৪ কথাগুলো বলেছি তা আত্মা আর জীবন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে
এমন কেউ আছে যারা আমাকে বিশ্বাস করে না।"
কে কে যীশুকে বিশ্বাস করে না আর কে-ই বা তাঁকে শত্রুদের
৬৫ হাতে ধরিয়ে দেবে, যীশু প্রথম থেকেই তা জানতেন। আর সেই জন্য
তিনি বললেন, "তাই আমি তোমাদের বলেছি যে, পিতা শক্তি না
দিলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।"

পিতর প্রভু যীশুকে স্বীকার করলেন

৬৬ যীশুর এই কথার জন্য শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ফিরে গেল এবং
৬৭ তাঁর সংগে চলফেরা বন্ধ করে দিল। এই জন্য যীশু সেই বারোজন
শিষ্যকে বললেন,"তোমরাও কি চলে যেতে চাও?"
৬৮ শিমোন-পিতর যীশুকে বললেন,"প্রভু, আমরা কার কাছে যাব?
৬৯ অনন্ত জীবনের কথা তো আপনারই কাছে আছে। আমরা বিশ্বাস

করেছি আর জানতেও পেরেছি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র-
জন।"
৭০ তখন যীশু তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের বারোজনকে
কি বেছে নিই নি? অথচ তোমাদেরই মধ্যে একজন আছে, সে শয়তানের
৭১ দাস।" এখানে যীশু শিমোন ইস্কারিয়োতের ছেলে যিহূদার কথা
বলছিলেন, কারণ যদিও সে সেই বারোজনের মধ্যে একজন ছিল,
তবুও সে-ই পরে যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

ভাইদের অবিশ্বাস

৭ এর পর যীশু গালীল প্রদেশের মধ্যেই চলাফেরা করতে লাগ-
লেন। যিহূদী নেতারা তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন বলে তিনি
যিহূদিয়া প্রদেশে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন।
২ তখন যিহূদীদের কুঁড়ে ঘরের পর্বের সময় প্রায় হয়ে এসেছিল।
৩ এই জন্য যীশুর ভাইয়েরা তাঁকে বললেন,"এই জায়গা ছেড়ে যিহূ-
দিয়াতে চলে যাও, যেন তুমি যে সব কাজ করছ তোমার শিষ্যেরা তা
৪ দেখতে পায়। যদি কেউ চায় লোকে তাকে জানুক, তবে সে গোপনে
কিছু করে না। তুমি যখন এই সব কাজ করছ তখন জগতের সামনে
৫ নিজেকে দেখাও।" যীশুর ভাইয়েরাও যীশুর উপর বিশ্বাস করতেন
না।
৬ এতে যীশু তাঁদের বললেন, "আমার সময় এখনও হয়নি, কিন্তু
৭ তোমাদের তো অসময় বলে কিছু নেই। জগৎ তোমাদের ঘৃণা করতে
পারে না কিন্তু আমাকেই ঘৃণা করে, কারণ আমি জগতের বিষয়ে এই
৮ সাক্ষ্য দিই যে, জগতের সব কাজই মন্দ। তোমরাই পর্বে যাও।
৯ আমার সময় এখনও পূর্ণ হয়নি বলে আমি যাব না।" এই
সব কথা বলে যীশু গালীলেই থেকে গেলেন।
১০ কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা পর্বে চলে যাবার পর তিনিও সেখানে
গেলেন; তবে খোলাখুলি ভাবে গেলেন না, গোপনে গেলেন।
১১ পর্বের সময়ে যিহূদী নেতারা যীশুর খোঁজ করতে লাগলেন এবং
বলতে লাগলেন, "সেই লোকটা কোথায়?"
১২ ভীড়ের মধ্যে লোকেরা যীশুর বিষয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক কথা
বলাবলি করতে লাগল। কেউ কেউ বলল, "তিনি ভাল লোক।"

আবার কেউ কেউ বলল "না, সে লোকদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে।
১৩ কিন্তু যিহূদী নেতাদের ভয়ে খোলাখুলিভাবে কেউই তাঁর বিষয়ে
কিছু বলল না।

কুঁড়ে ঘরের পর্বের সময়ে প্রভু যীশুর উপদেশ

১৪ সেই পর্বের মাঝামাঝি সময়ে যীশু উপাসনা-ঘরে গিয়ে শিক্ষা
দিতে আরম্ভ করলেন। এতে যিহূদী নেতারা আশ্চর্য হয়ে বললেন,
১৫ "এই লোকটি কোন শিক্ষা লাভ না করে কি ভাবে ধর্ম-শিক্ষা সম্বন্ধে
জানে?"
১৬ উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "আমি যে শিক্ষা দিই তা আমার
১৭ নিজের নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই। যদি কেউ তাঁর
ইচ্ছা পালন করতে চায় তবে সে বুঝতে পারবে যে, এই শিক্ষা
১৮ ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না আমি নিজ থেকে বলছি। যে নিজ
থেকে কথা বলে সে তার নিজের প্রশংসারই চেষ্টা করে, কিন্তু যিনি
পাঠিয়েছেন, কেউ যদি তাঁরই প্রশংসার চেষ্টা করে, তবে সে সত্যবাদী
১৯ এবং তার মনে কোন ছলনা নেই। মোশি কি আপনাদের আইন-কানুন
দেন নি? কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউই সেই আইন-কানুন পালন
করেন না। তবে কেন আপনারা আমাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করছেন?"
২০ লোকেরা উত্তর দিল, "তোমাকে ভূতে পেয়েছে; কে তোমাকে মেরে
ফেলতে চেষ্টা করছে?"
২১ যীশু তাদের বললেন,"আমি একটা কাজ করেছি বলে আপনারা
২২ সবাই আবাক হচ্ছেন। মোশি আপনাদের সুন্নত করবার নিয়ম দিয়ে-
ছেন, আর সেই সুন্নত আপনারা বিশ্রামবারেও করিয়ে থাকেন। আবশ্য
এই নিয়ম মোশির কাছ থেকে আসেনি, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই
২৩ এসেছে। বেশ ভাল, মোশির নিয়ম না ভাংবার জন্য যদি বিশ্রামবারেও
ছেলেদের সুন্নত করানো যায়, তবে আমি বিশ্রামবারে একটি মানুষকে
সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করেছি বলে আপনারা আমার উপর রাগ করছেন
২৪ কেন? বাইরের চেহারা দেখে বিচার না করে বরং ন্যায় বিচার করুন।"
২৫ তখন যিরূশালেমের কয়েকজন লোক বলল,"যাকে নেতারা মেরে
২৬ ফেলতে চান, এ কি সেই লোক নয়? কিন্তু সে তো খোলাখুলিভাবে
কথা বলছে অথচ নেতারা কেউ তাকে কিছুই বলছেন না। তাহলে
২৭ সত্যিই কি তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, এই লোকটিই মশীহ? তবে

আমরা তো জানি এ কোথা থেকে এসেছে। কিন্তু মশীহ্ যখন
আসবেন, তখন কেউ জানবে না তিনি কোথা থেকে এসেছেন।"
২৮ তারপর যীশু উপাসনা-ঘরে শিক্ষা দেবার সময় জোরে জোরেই
বললেন, "আপনারা আমাকেও জানেন, আর আমি কোথা থেকে
এসেছি তাও জানেন। আমি নিজে থেকে আসিনি, কিন্তু যিনি
২৯ আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি সত্য। তাঁকে আপনারা জানেন না কিন্তু
আমি জানি, কারণ আমি তাঁরই কাছ থেকে এসেছি, আর তিনিই
আমাকে পাঠিয়েছেন।"
৩০ এতে সেই লোকেরা যীশুকে ধরতে চাইল, কিন্তু তখনও তাঁর
৩১ সময় হয়নি বলে কেউ তাঁর গায়ে হাত দিল না। কিন্তু লোকদের
মধ্যে অনেকে যীশুর উপর বিশ্বাস করে বলল, "ইনি তো অনেক
আশ্চর্য কাজ করেছেন। মশীহ্ এসে কি তার চেয়ে ও বেশী আশ্চর্য
কাজ করবেন?"
৩২ লোকেরা যে যীশুর সম্বন্ধে এই সব কথা বলাবলি করছে তা
ফরীশীরা শুনতে পেলেন। তখন প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা
৩৩ যীশুকে ধরার জন্য কয়েকজন কর্মচারী পাঠিয়ে দিলেন। যীশু
বললেন, "আমি আর বেশী দিন আপনাদের মধ্যে নেই। তারপর
৩৪ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর কাছে চলে যাব। আপনারা
আমাকে খুঁজবেন কিন্তু পাবেন না, আর আমি যেখানে থাকব
আপনারা সেখানে আসতেও পারবেন না।"
৩৫ যীশুর এই কথাতে যিহূদী নেতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি
করতে লাগলেন, "এই লোকটা কোথায় যাবে যে, আমরা তাকে খুঁজে
পাব না? অযিহূদীদের মধ্যে যে যিহূদীরা ছড়িয়ে রয়েছে, সে কি
৩৬ সেখানে গিয়ে অযিহূদীদের শিক্ষা দেবে? সে যে বলল, 'আপনারা
আমাকে খুঁজবেন কিন্তু পাবেন না, আর আমি যেখানে থাকব
আপনারা সেখানে আসতেও পারবেন না,' এই কথার মানে কি?"
৩৭ পর্বের শেষের দিনটাই ছিল বিশেষ দিন। সেই দিন যীশু
দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বললেন,"কারও যদি পিপাসা পায়, তবে সে
৩৮ আমার কাছে এসে জল খেয়ে যাক্। যে আমার উপর বিশ্বাস করে,
পবিত্র শাস্ত্রের কথামত তার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের নদী বইতে
থাকবে।"

৩৯ যীশুর উপর বিশ্বাস করে যারা পবিত্র আত্মাকে পাবে সেই পবিত্র আত্মার বিষয়ে যীশু এই কথা বললেন। যীশুর মহিমা তখনও প্রকাশিত হয়নি বলে পবিত্র আত্মাকে তখনও দেওয়া হয়নি।

লোকদের মধ্যে মতের অমিল

৪০ এই সব কথা শুনে লোকদের মধ্যে কয়েকজন বলল, "সত্যিই ইনিই সেই নবী।"

৪১ অন্যেরা বলল, "ইনিই মশীহ।"

কিন্তু কেউ কেউ বলল, "মশীহ কি গালীল প্রদেশ থেকে আস-
৪২ বেন? পবিত্র শাস্ত্রে কি বলেনি, দায়ূদ যে গ্রামে থাকতেন সেই বৈৎলেহমে এবং তাঁরই বংশে মশীহ জন্মগ্রহণ করবেন?"

৪৩ এই ভাবে যীশুকে নিয়ে লোকদের মধ্যে একটা মতের অমিল
৪৪ দেখা দিল। কয়েকজন যীশুকে ধরতে চাইল, কিন্তু কেউই তাঁর গায়ে হাত দিল না।

৪৫ যে কর্মচারীদের পাঠানো হয়েছিল তারা প্রধান পুরোহিতদের ও ফরীশীদের কাছে ফিরে আসল। তখন তাঁরা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তাকে আননি কেন?"

৪৬ সেই কর্মচারীরা বলল, "লোকটা যে ভাবে কথা বলে সে ভাবে আর কেউ কখনও কথা বলেনি।"

৪৭ এতে ফরীশীরা সেই কর্মচারীদের বললেন, "তোমরাও কি ঠকে
৪৮ গেলে? নেতাদের মধ্যে বা ফরীশীদের মধ্যে কেউ কি তার উপর
৪৯ বিশ্বাস করেছে? মোটেই না। কিন্তু এই যে সাধারণ লোকেরা, এরা তো মোশির আইন – কানুন জানে না; এদের উপর অভিশাপ রয়েছে।"

৫০ নীকদীম, যিনি আগে যীশুর কাছে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন
৫১ এই সব ফরীশীদের মধ্যে একজন। তিনি বললেন, "কারও মুখের কথা না শুনে এবং সে কি করছে তা না জেনে, কাউকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা কি আমাদের আইন–কানুনে রয়েছে?"

৫২ ফরীশীরা নীকদীমকে উত্তর দিলেন, "তুমিও কি গালীলের লোক? পবিত্র শাস্ত্রে খুঁজে দেখ, গালীলে কোন নবীর জন্মগ্রহণ করবার কথা নেই।"

ব্যভিচারী স্ত্রীলোকের বিচার

৮ এর পরে লোকেরা প্রত্যেকে যে যার বাড়ীতে চলে গেল, কিন্তু
২ যীশু জৈতুন পাহাড়ে গেলেন। পরের দিন খুব সকালে যীশু
আবার উপাসনা-ঘরে গেলে পর সমস্ত লোক তাঁর কাছে আসল।
৩ তখন যীশু বসে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। এমন সময় ধর্ম-
শিক্ষক ও ফরীশীরা একজন স্ত্রীলোককে যীশুর কাছে নিয়ে আস-
লেন। স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারে ধরা পরেছিল। ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা
৪ সেই স্ত্রী লোকটিকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে যীশুকে বললেন, "গুরু,
৫ এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারে ধরা পড়েছে। আইন-কানুনে মোশি এই
রকম স্ত্রীলোকদের পাথর ছুড়ে মেরে ফেলতে আমাদের আদেশ
দিয়েছেন। কিন্তু আপনি কি বলেন?"
৬ তাঁরা যীশুকে পরীক্ষা করবার জন্যই এই কথা বললেন, যাতে
তাঁকে দোষ দেবার একটা কারণ তাঁরা খুঁজে পান। তখন যীশু নীচু
৭ হয়ে আংগুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা যখন
কথাটা বারবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তখন তিনি উঠে
তাঁদের বললেন,"আপনাদের মধ্যে যিনি কোন পাপ করেননি, তিনিই
৮ প্রথমে ওকে পাথর মারুন।" এর পরে তিনি নীচু হয়ে আবার মাটিতে
লিখতে লাগলেন।
৯ এই কথা শুনে সেই ধর্ম-নেতাদের মধ্যে বুড়ো লোক থেকে
আরম্ভ করে একে একে সবাই চলে গেলেন। যীশু কেবল একা রই-
১০ লেন আর সেই স্ত্রীলোকটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। যীশু উঠে সেই
স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "তাঁরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে শাস্তির
উপযুক্ত মনে করেননি?"
১১ স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, "না কেউ করেন নি।"
তখন যীশু বললেন, "আমিও করি না। আচ্ছা যাও, পাপে
জীবন আর কাটায়ো না।"

প্রভু যীশু জগতের আলো

১২ এর পরে যীশু আবার লোকদের বললেন,"আমিই জগতের
আলো। যে আমার পথে চলে সে কখনও অন্ধকারে পা ফেলবে না,
বরং জীবনের আলো পাবে।"

১৩ এতে ফরীশীরা যীশুকে বললেন,"তোমার সাক্ষ্য সত্যি নয়, কারণ
তুমি নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছ।"
১৪ যীশু তাঁদের উত্তর দিলেন, "যদিও আমি নিজের পক্ষে নিজে
সাক্ষ্য দিই, তবুও আমার সাক্ষ্য সত্যি ; কারণ আমি কোথা থেকে
এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি। কিন্তু আমি কোথা থেকে
১৫ এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি তা আপনারা জানেন না। মানুষ যেভাবে
বিচার করে আপনারা সেই ভাবে বিচার করে থাকেন, কিন্তু আমি
১৬ কারও বিচার করি না। কিন্তু যদি আমি কখনও বিচার করি
তবে আমার সেই বিচার সত্যি, কারণ আমি একা নই। আমি তো
আছিই আর যে পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন তিনিও আমার সংগে
১৭ আছেন। আপনাদের আইন-কানুনে লেখা আছে, দু'জন যদি একই
১৮ সাক্ষ্য দেয় তবে তা সত্যি। আমিই আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই,
আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাও আমার পক্ষে সাক্ষ্য
দেন।"
১৯ ফরীশীরা তাঁকে বললেন,"তোমার পিতা কোথায়?"
যীশু উত্তর দিলেন, "আপনারা আমাকেও জানেন না আর আমার
পিতাকেও জানেন না। যদি আমাকে জানতেন তবে আমার পিতাকেও
জানতেন।"
২০ উপাসনা-ঘরে দান দেবার জায়গায় শিক্ষা দেবার সময়ে যীশু এই
সব কথা বললেন। কিন্তু তখনও তাঁর সময় হয়নি বলে কেউই তাঁকে
ধরল না।

নিজের মৃত্যুর বিষয়ে প্রভু যীশু

২১ যীশু আবার ফরীশীদের বললেন,"আমি চলে যাচ্ছি। আপনারা
আমাকে খুঁজবেন, কিন্তু আপনারা আপনাদের পাপের মধ্যে মরবেন।
আমি যেখানে যাচ্ছি আপনারা সেখানে আসতে পারবেন না।"
২২ তখন যিহুদী নেতারা বললেন, "সে নিজেকে মেরে ফেলবে
নাকি? কারণ সে বলছে, 'আমি যেখানে যাচ্ছি আপনারা সেখানে
আসতে পারবেন না।' "
২৩ যীশু তাঁদের বললেন, "আমি উপর থেকে এসেছি আর আপনারা
নীচ থেকে এসেছেন। আপনারা এই জগতের, কিন্তু আমি এই জগতের

২৪ নই। তাই আমি আপনাদের বলছি, আপনারা আপনাদের পাপের মধ্যে মরবেন। যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন যে, আমিই সেই, তবে আপনাদের পাপের মধ্যেই আপনারা মরবেন।"

২৫ এতে নেতারা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?"

যীশু তাঁদের বললেন, "প্রথম থেকে আমি আপনাদের যা বলছি
২৬ আমি তা-ই। আপনাদের সম্বন্ধে বলবার আর বিচার করে দেখবার আমার অনেক কিছুই আছে। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর মধ্যে মিথ্যা নেই; আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি তা-ই মানুষকে বলি।"

২৭ তাঁরা বুঝলেন না যীশু পিতার বিষয়েই তাঁদের কাছে বলছিলেন।
২৮ এই জন্য যীশু বললেন, "যখন আপনারা মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে তুল-বেন তখন বুঝতে পারবেন যে, আমি সেই। আর এও বুঝতে পারবেন যে, আমি নিজে থেকে কোন কিছুই করি না, বরং পিতা
২৯ আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন আমি সেই সব কথাই বলি। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনিই আমার সংগে আছেন। তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেন নি, কারণ যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন আমি সব সময়
৩০ সেই কাজই করি।" যীশু যখন এই সব কথা বলছিলেন তখন অনে-কেই তাঁর উপর বিশ্বাস করল।

প্রভু যীশুর বিরুদ্ধে যিহূদীরা

৩১ যে যিহূদীরা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল যীশু তাদের বললেন, "আমার কথামত যদি আপনারা চলেন, তবে সত্যিই আপনারা আমার
৩২ শিষ্য। তাছাড়া আপনারা সত্যকে জানতে পারবেন, আর সেই সত্যই আপনাদের মুক্ত করবে।"

৩৩ যিহূদী নেতারা তখন যীশুকে বললেন, "আমরা অব্রাহামের বংশ; আমরা কখনও কারও দাস হইনি। আপনি কি করে বলছেন যে, আমাদের মুক্ত করা হবে?"

৩৪ যীশু তাঁদের এই উত্তর দিলেন, "আমি সত্যিই আপনাদের
৩৫ বলছি, যারা পাপে পড়ে থাকে তারা সবাই পাপের দাস। দাস চির-
৩৬ দিন বাড়ীতে থাকে না, কিন্তু পুত্র চিরকাল থাকে। তাই ঈশ্বরের পুত্র যদি আপনাদের মুক্ত করেন, তবে আপনারা মুক্ত হবেন।

৩৭ আমি জানি আপনারা অব্রাহামের বংশ, কিন্তু তবুও আপনারা
আমাকে মেরে ফেলতে চাইছেন, কারণ আমার কথা আপনাদের অন্তরে
৩৮ কোন স্থান পায় না। আমি আমার পিতার কাছে যা দেখেছি সেই
বিষয়েই বলি, আর আপনারা আপনাদের পিতার কাছ থেকে যা
শুনছেন তা–ই করে থাকেন।"

৩৯ এতে সেই যিহূদী নেতারা যীশুকে বললেন, "অব্রাহামই
আমাদের পিতা।"

যীশু তাঁদের বললেন,"যদি আপনারা অব্রাহামের সন্তান হতেন,
৪০ তবে অব্রাহামের মতই কাজ করতেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে যে সত্য
আমি জেনেছি তা–ই আপনাদের বলেছি, আর তবুও আপনারা
আমাকে মেরে ফেলতে চাইছেন; কিন্তু অব্রাহাম এরকম করেননি।
৪১ আপনাদের পিতা যা করে আপনারা তা–ই করছেন। "

তাঁরা যীশুকে বললেন, "আমরা জারজ নই। আমাদের একজনই
পিতা আছেন, সেই পিতা হলেন ঈশ্বর।"

৪২ যীশু তাঁদের বললেন, "সত্যিই যদি ঈশ্বর আপনাদের পিতা
হতেন তবে আপনারা আমাকে ভালবাসতেন, কারণ আমি ঈশ্বর থেকে
বের হয়ে এসেছি। আমি নিজে থেকে আসিনি, কিন্তু তিনিই আমাকে
৪৩ পাঠিয়েছেন। কেন আপনারা আমার কথা বোঝেন না? তার কারণ এই
৪৪ যে, আপনারা আমার কথা সহ্য করতে পারেন না। শয়তানই আপনা–
দের পিতা আর আপনারা তারই সন্তান; সেই জন্য আপনারা তার
ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান। শয়তান প্রথম থেকেই খুনী। সে কখনও
সত্যে বাস করেনি, কারণ তার মধ্যে সত্য নেই। সে যখন মিথ্যা কথা
বলে তখন সে তা নিজ থেকেই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী আর সমস্ত
৪৫ মিথ্যার জন্ম তার মধ্য থেকেই হয়েছে। কিন্তু আমি সত্যি কথা বলি,
৪৬ আর তাই আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন না। আপনাদের মধ্যে কে
আমাকে পাপী বলে প্রমাণ করতে পারেন? যদি আমি সত্যি কথাই
৪৭ বলি, তবে কেন আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন না? যে ঈশ্বরের
সে ঈশ্বরের কথা শোনে। আপনারা ঈশ্বরের নন বলে ঈশ্বরের কথা
শোনেন না।"

৪৮ তখন যিহূদী নেতারা যীশুকে বললেন, "আমরা কি ঠিক বলিনি
যে, তুমি একজন শমরীয়, আর তোমাকে ভূতে পেয়েছে?"

৪৯ উত্তরে যীশু বললেন, "আমাকে ভূতে পায়নি। আমি আমার
পিতাকে সম্মান করি, কিন্তু আপনারা আমাকে অসম্মান করেন।
৫০ আমি আমার নিজের প্রশংসার চেষ্টা করি না, কিন্তু একজন
আছেন যিনি আমাকে সম্মান দান করেন, আর তিনিই বিচারকর্তা।
৫১ আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে
চলে, তবে সে কখনও মরবে না।"
৫২ যিহূদী নেতারা তাঁকে বললেন, "এবার আমরা সত্যি বুঝলাম
যে, তোমাকে ভূতেই পেয়েছে। অব্রাহাম ও নবীরা মারা গেছেন, আর
তুমি বলছ, 'যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে সে কখনও মরবে
৫৩ না।' তুমি কি পিতা আব্রাহাম থেকেও বড়? তিনি তো মারা গেছেন
এবং নবীরাও মারা গেছেন। তুমি নিজেকে কি মনে কর?"
৫৪ উত্তরে যীশু বললেন, "যদি আমি নিজের প্রশংসা নিজেই করি
তবে তার কোন দাম নেই। আমার পিতা, যাঁকে আপনারা আপনাদের
৫৫ ঈশ্বর বলে দাবী করেন, তিনিই আমাকে সম্মান দান করেন। আপ-
নারা কখনও তাঁকে জানেননি, কিন্তু আমি তাঁকে জানি। যদি আমি
বলি আমি তাঁকে জানি না, তবে আপনাদেরই মত আমি মিথ্যাবাদী
হব। কিন্তু আমি তাঁকে জানি এবং কথার বাধ্য হয়ে চলি।
৫৬ আপনাদের পিতা অব্রাহাম আমারই দিন দেখবার আশায় আনন্দ
করেছিলেন। তিনি তা দেখেছিলেন আর খুশীও হয়েছিলেন।"
৫৭ যিহূদী নেতারা যীশুকে বললেন,"তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ
বছর হয়নি, আর তুমি কি অব্রাহামকে দেখেছে?"
৫৮ যীশু তাঁদের বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, অব্রা-
৫৯ হাম জন্মগ্রহণ করবার আগে থেকেই আমি আছি।" এই কথা শুনে
সেই নেতারাই যীশুকে মারবার জন্য পাথর কুড়িয়ে নিলেন। কিন্তু
যীশু গোপনে উপাসনা-ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

অন্ধ লোকটি দেখতে পেল

৯ পথ দিয়ে যাবার সময় যীশু একজন অন্ধ লোককে দেখতে
২ পেলেন। সে জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল। তখন শিষ্যেরা যীশুকে
জিজ্ঞাসা করলেন, "গুরু, পার পাপে এই লোকটি অন্ধ হয়ে
জন্মেছে? তার নিজের, না তার মা-বাবার?"

৩ যীশু উত্তর দিলেন,"পাপ সে নিজেও করেনি, তার মা-বাবাও
করেনি। এটা হয়েছে যেন ঈশ্বরের কাজ তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত
৪ হয়। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, বেলা থাকতে থাকতে তাঁর কাজ
শেষ করে ফেলা আমাদের দরকার। রাত আসছে, তখন কেউই কাজ
৫ করতে পারবে না। যতদিন আমি জগতে আছি, আমিই জগতের
আলো।"

৬ এই কথা বলবার পরে তিনি মাটিতে থুথু ফেলে কাদা করলেন।
তারপর সেই কাদা তিনি লোকটির চোখে লাগিয়ে দিয়ে বললেন,
৭ "যাও, শীলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেলে।" শীলোহ মানে পাঠানো
হল।

লোকটি গিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলল এবং দেখতে পেয়ে ফিরে
৮ আসল। এ দেখে তার প্রতিবেশীরা আর যারা তাকে আগে ভিক্ষা
করতে দেখেছিল, তারা সবাই বলতে লাগল, "এ কি সেই লোকটি
নয়, যে বসে বসে ভিক্ষা করত?"

৯ কেউ কেউ বলল, "হ্যাঁ, এ-ই সেই লোক।" আবার কেউ কেউ
বলল, "যদিও দেখতে তারই মত তবুও সে নয়।"

কিন্তু লোকটি নিজে বলল, "হ্যাঁ, আমিই সেই লোক।"

১০ তারা তাকে বলল, "কিন্তু কেমন করে তোমার চোখ খুলে গেল?"

১১ সে উত্তর দিল, "যীশু নামে সেই লোকটি কাদা করে আমার
চোখে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'শীলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল।'
আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললাম আর দেখতে পেলাম।"

১২ তারা তাকে বলল, "সেই লোকটি কোথায়?"

সে বলল,"আমি জানি না।"

১৩ যে লোকটি অন্ধ ছিল লোকেরা তাকে ফরীশীদের কাছে নিয়ে
১৪ গেল। যেদিন যীশু কাদা করে তার চোখ খুলে দিয়েছিলেন, সেই
১৫ দিনটা ছিল বিশ্রামবার। এই জন্য তাকে ফরীশীরাও আবার জিজ্ঞাসা
করলেন, "তুমি কেমন করে দেখতে পেলে?"

সে ফরীশীদের বলল, "তিনি আমার চোখের উপরে কাদা লাগিয়ে
দিলেন, আর আমি তা ধুয়ে ফেলতেই দেখতে পেলাম।"

১৬ এতে ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন বললেন,"ঐ লোকটি ঈশ্বরের
কাছ থেকে আসেনি, কারণ সে বিশ্রামবার পালন করে না।"

অন্য ফরীশীরা বললেন,"যে লোক পাপী, সে কেমন করে এই রকম আশ্চর্য কাজ করতে পারে?" এই ভাবে তাঁদের মধ্যে মতের অমিল দেখা দিল।

১৭ তখন তাঁরা সেই লোকটিকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন,"তুমি তার সম্বন্ধে কি বল? কারণ সে তো তোমারই চোখ খুলে দিয়েছে।"

লোকটি বলল,"তিনি একজন নবী।"

১৮ যিহূদী নেতারা কিন্তু লোকটির মা–বাবাকে ডেকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করলেন না যে, সেই লোকটি আগে অন্ধ ছিল
১৯ আর এখন দেখতে পাচ্ছে। তাঁরা লোকটির মা–বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ–ই কি তোমাদের সেই ছেলে যার সম্বন্ধে তোমরা বল যে, সে অন্ধ হয়ে জন্মেছিল? এখন তবে সে কেমন করে দেখতে পাচ্ছে?"

২০ তার মা–বাবা উত্তর দিল,"আমরা জানি এ আমাদেরই ছেলে, আর
২১ এ অন্ধ হয়েই জন্মেছিল। কিন্তু কেমন করে সে এখন দেখতে পাচ্ছে তা আমরা জানি না; আর কে যে তার চোখ খুলে দিয়েছে তাও জানি না। ওর বয়স হয়েছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন। ও নিজের বিষয় নিজেই বলুক।"

২২ তার বাবা–মা যিহূদী নেতাদের ভয়ে এই সব কথা বলল, কারণ যিহূদী নেতারা আগেই ঠিক করেছিলেন যে, কেউ যদি যীশুকে মশীহ বলে স্বীকার করে, তবে তাকে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া
২৩ হবে। সেই জন্যই তার মা–বাবা বলেছিল,"ওর বয়স হয়েছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

২৪ যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল নেতারা তাকে দ্বিতীয়বার ডেকে বললেন, "তুমি সত্যি কথা বলে ঈশ্বরের গৌরব কর। আমরা তো জানি ঐ লোকটা পাপী।"

২৫ সে উত্তর দিল, "তিনি পাপী কি না, তা আমি জানি না; তবে একটা বিষয় জানি যে, আগে আমি অন্ধ ছিলাম আর এখন দেখতে পাচ্ছি।"

২৬ নেতারা বললেন,"সে তোমাকে কি করেছে? কেমন করে সে তোমার চোখ খুলে দিয়েছে?"

২৭ উত্তরে লোকটি তাঁদের বলল, "আমি তো আগেই আপনাদের

বলেছি, কিন্তু আপনারা শোনেন নি। কেন তবে আপনারা আবার
শুনতে চান? আপনারাও কি তাঁর শিষ্য হতে চান?"
২৮ এতে নেতারা লোকটিকে খুব গালাগালি দিয়ে বললেন,"তুই
২৯ সেই লোকের শিষ্য, কিন্তু আমরা মোশির শিষ্য। আমরা জানি ঈশ্বর
মোশির সংগে কথা বলেছিলেন, কিন্তু ঐ লোকটা কোথা থেকে এসেছে
তা আমরা জানি না।"
৩০ তখন সেই লোকটি তাঁদের উত্তর দিল,"কি আশ্চর্য! আপনারা
জানেন না তিনি কোথা থেকে এসেছেন অথচ তিনিই আমার চোখ
৩১ খুলে দিয়েছেন। আমরা জানি ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না।
কিন্তু যদি কোন লোক ঈশ্বরের –ভক্ত হয় ও তাঁর ইচ্ছামত কাজ করে
৩২ তবে ঈশ্বর তার কথা শোনেন। জগৎ সৃষ্টির পর থেকে কখনও
শোনা যায়নি, জন্ম থেকে অন্ধ এমন কোন লোকের চোখ কেউ খুলে
৩৩ দিয়েছে। যদি উনি ঈশ্বরের কাছ থেকে না আসতেন তবে কিছুই
করতে পারতেন না।"
৩৪ উত্তরে নেতারা বললেন,"তোর জন্ম হয়েছে একেবারে পাপের
মধ্যে, আর তুই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিস?" এই বলে তাঁরা তাকে
সমাজ–ঘর থেকে বের করে দিলেন।
৩৫ যীশু শুনলেন যে, নেতারা লোকটিকে বের করে দিয়েছেন। পরে
তিনি সেই লোকটিকে খুঁজে পেয়ে বললেন, "তুমি কি মনুষ্যপুত্রের
উপর বিশ্বাস কর?"
৩৬ সে উত্তর দিল,"তিনি কে, আমাকে বলুন যাতে তাঁর উপরে বিশ্বাস
করতে পারি।"
৩৭ যীশু তাকে বললেন,"তুমি তাঁকে দেখেছে, আর তিনিই তোমার
সংগে কথা বলছেন।"
৩৮ তখন লোকটি বলল, "প্রভু, আমি বিশ্বাস করি।" এই বলে সে
যীশুকে প্রণাম করে ঈশ্বরের সম্মান দিলেন।
৩৯ যীশু বললেন, "আমি এই জগতে বিচার করবার জন্য এসেছি,
যেন যারা দেখতে পায় না তারা দেখতে পায় এবং যারা দেখতে পায়
তারা অন্ধ হয়।"
৪০ কয়েকজন ফরীশীও যীশুর সংগে ছিলেন। তাঁরা এই কথা শুনে
যীশুকে বললেন, "তবে আপনি কি বলতে চান যে, আমরা অন্ধ?"

৪১ যীশু তাঁদের বললেন,"আপনারা যদি অন্ধ হতেন, তাহলে আপনাদের কোন দোষ থাকত না। কিন্তু আপনারা বলেন যে, আপ-নারা দেখতে পান, সেই জন্যই আপনাদের দোষ রয়েছে।

প্রভু যীশুই ভাল রাখাল

১০ "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ ভেড়ার খোঁয়াড়ে দরজা
২ দিয়ে না ঢুকে অন্য দিক দিয়ে ঢোকে, সে চোর ও ডাকাত। কিন্তু সে
৩ কেউ দরজা দিয়ে ভিতরে যায়, সে-ই ভেড়ার রাখাল। ভেড়ার খোঁয়াড়
যে পাহারা দেয়, সে সেই রাখালেকেই দরজা খুলে দেয়। ভেড়াগুলো
তার ডাক শোনে, আর সেই রাখাল তার নিজের ভেড়াগুলোর নাম
৪ ধরে ডেকে বাইরে নিয়ে যায়। তার নিজের সব ভেড়াগুলো বের
করবার পরে সে তাদের আগে আগে চলে। আর ভেড়াগুলো তার
৫ পিছনে পিছনে যায়, কারণ তারা তার ডাক চেনে। তারা কখনও
অচেনা লোকের পিছনে যাবে না বরং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে,
কারণ তারা অচেনা লোকের গলার স্বর চেনে না।"
৬ সেই ফরীশীদের শিক্ষা দেবার জন্য যীশু এই কথা বললেন,
৭ কিন্তু তিনি যে কি বলছিলেন তা তাঁরা বুঝলেন না। সেই জন্য যীশু
আবার বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, ভেড়াগুলোর জন্য
৮ আমিই দরজা। আমার আগে যারা এসেছিল তারা সবাই চোর আর
৯ ডাকাত, কিন্তু ভেড়াগুলো তাদের কথা শোনেনি। আমিই দরজা।
যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢোকে, তবে সে পাপ থেকে
উদ্ধার পাবে। সে ভিতরে আসবে ও বাইরে যাবে আর চরে খাবার
১০ জায়গা পাবে। চোর কেবল চুরি,খুন ও নষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়েই
আসে। আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই জীবন যেন
পরিপূর্ণ হয়।
১১ "আমিই ভাল রাখাল। ভাল রাখাল তার ভেড়ার জন্য নিজের প্রাণ
১২,১৩ দেয়। কেবল বেতনের জন্য যে রাখালের কাজ করে, সে নিজে রাখাল
নয় আর ভেড়াগুলোও তার নিজের নয়। নেকড়ে বাঘ আসতে দেখলেই
সে ভেড়াগুলো ফেলে পালিয়ে যায়, কারণ সে কেবল বেতন পাবার
জন্য এই কাজ করে আর ভেড়াগুলোর জন্য চিন্তাও করে না। নেকড়ে
বাঘ তাদের ধরে নিয়ে যায় আর ভেড়াগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

১৪,১৫ "আমিই ভাল রাখাল। পিতা যেমন আমাকে জানেন এবং আমি পিতাকে জানি, তেমনি করে আমিও আমার ভেড়াগুলোকে জানি এবং তারাও আমাকে জানে। আমি আমার ভেড়াগুলোর জন্য আমার
১৬ প্রাণ দেব। আরও ভেড়া আমার আছে যেগুলো এই খোঁয়াড়ের নয়; তাদেরও আমাকে আনতে হবে। তারা আমার ডাক শুনবে, আর তাতে
১৭ একটা ভেড়ার পাল ও একজন রাখাল হবে। পিতা আমাকে এই জন্য ভালবাসতেন, কারণ আমি আমার প্রাণ দেব যেন তা আবার ফিরিয়ে
১৮ নিতে পারি। কেউই আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব। প্রাণ দেবারও ক্ষমতা আমার আছে, আবার প্রাণ ফিরিয়ে নেবারও ক্ষমতা আমার আছে। এই ক্ষমতা আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি।"

১৯ যীশুর এই কথার জন্য যিহূদীদের মধ্যে আবার মতের অমিল
২০ দেখা দিল। তাদের মধ্যে অনেকে বলল," তাকে ভূতে পেয়েছে, সে পাগল ; তোমরা তার কথা কেন শুনছ?"

২১ অন্যেরা বলল, "কিন্তু এ তো ভূতে পাওয়া লোকের মত কথা নয়। ভূত কি অন্ধের চোখ খুলে দিতে পারে?"

প্রভু যীশুর দাবীতে যিহূদী নেতারা

২২ এর পরে যিরূশালেমে উপাসনা-ঘরের উৎসর্গ-পর্ব উপস্থিত
২৩ হল। তখন শীতকাল ; আর যীশু উপাসনা-ঘরের মধ্যে শলোমনের
২৪ বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় যিহূদী নেতারা যীশুর চারপাশে জড় হয়ে বললেন, " আর কত দিন তুমি আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবে? তুমি যদি মশীহ হও, তবে স্পষ্ট করে আমাদের বল।"

২৫ যীশু উত্তরে বললেন,"আমি তো আপনাদের বলেছি, কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করেন না। আমার পিতার নামে আমি যে সব
২৬ কাজ করি সেগুলোও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করেন না, কারণ আপনারা আমার ভেড়ার পালের মধ্যে নন।
২৭ আমার ভেড়াগুলো আমার ডাক শোনে। আমি তাদের জানি আর
২৮ তারা আমার পিছনে পিছনে চলে। আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই। তারা কোন মতেই বিনষ্ট হবে না এবং কেউই আমার হাত থেকে
২৯ তাদের কেড়ে নেবে না। আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়ে-

ছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান। কেউই পিতার হাত থেকে কিছু
৩০ কেড়ে নিতে পারে না। আমি আর পিতা এক।"
৩১ তখন যিহূদী নেতারা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর কুড়িয়ে
৩২ নিলেন। যীশু তাঁদের বললেন, "পিতার আদেশ মত অনেক ভাল ভাল কাজ আমি আপনাদের দেখিয়েছি। সেগুলোর মধ্যে কোন্ কাজের জন্য আপনারা আমাকে পাথর মারতে চান?"
৩৩ নেতারা উত্তরে বললেন,"ভাল কাজের জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপমানের কথা বলছ বলেই মারি। মানুষ হয়েও তুমি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করছ।"
৩৪ যীশু বললেন, "আপনাদের আইন-কানুনে কি লেখা নেই যে,
৩৫ 'আমি বললাম, তোমরা ঈশ্বরের মত?' ঈশ্বরের বাক্য যাদের কাছে এসেছিল তাদের তো তিনি ঈশ্বরের মত বলেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্রের
৩৬ কথা কি বাদ দেওয়া যেতে পারে? পারে না। তাহলে পিতা নিজের উদ্দেশ্যে যাঁকে আলাদা করলেন এবং জগতে পাঠিয়ে দিলেন সেই আমি যখন বললাম,'আমি ঈশ্বরের পুত্র' তখন আপনারা কেমন করে বলছেন,
৩৭ 'তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপমানের কথা বলছ'? আমার পিতার কাজ যদি আমি না করি তবে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না।
৩৮ কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও আমার কাজগুলো অন্ততঃ বিশ্বাস করুন। তাতে আপনারা জানতে ও বুঝতে পারবেন যে, পিতা আমার মধ্যে আছেন আর আমি পিতার মধ্যে আছি।"
৩৯ তখন যিহূদী নেতারা আবার যীশুকে ধরবার চেষ্টা করলেন,
৪০ কিন্তু তিনি তাঁদের হাত এড়িয়ে চলে গেলেন। এর পরে তিনি আবার যর্দন নদীর ওপারে গিয়ে থাকতে লাগলেন। সেখানেই যোহন প্রথমে
৪১ বাপ্তিস্ম দিতেন। অনেক লোক যীশুর কাছে গেল এবং বলাবলি করতে লাগল,"যোহন কোন আশ্চর্য কাজ করেননি বটে, কিন্তু তবু ও
৪২ তিনি এই লোকটির বিষয়ে যা যা বলেছিলেন তা সবই সত্যি।" আর সেখানে অনেক লোক যীশুর উপরে বিশ্বাস করল।

মৃত লাসারকে জীবন দান

১১ লাসার নামে বেথনিয়া গ্রামের একজন লোকের অসুখ হয়েছিল।
২ মরিয়ম ও তাঁর বোন মার্থা সেই গ্রামে থাকতেন। ইনি সেই মরিয়ম

যিনি প্রভুর পায়ে সুগন্ধি আতর ঢেলে দিয়ে নিজের চুল দিয়ে তাঁর
পা মুছিয়ে দিয়েছিলেন। যে লাসারের অসুখ হয়েছিল, তিনি
৩ ছিলেন এই মরিয়মের ভাই। এই জন্য তাঁর বোনেরা যীশুকে এই
কথা বলে পাঠালেন, "প্রভু , আপনি যাকে ভালবাসেন তার অসুখ
হয়েছে।"

৪ এই কথা শুনে যীশু বললেন, "এই অসুখ তার মৃত্যুর জন্য
হয়নি বরং ঈশ্বরের গৌরবের জন্যই হয়েছে, যেন এর মধ্য দিয়ে
ঈশ্বরের পুত্রের মহিমা প্রকাশ পায়।"

৫,৬ মার্থা, তাঁর বোন ও লাসারকে যীশু ভালবাসতেন। যখন যীশু
লাসারের অসুখের কথা শুনলেন তখন তিনি যেখানে ছিলেন
৭ সেখানেই আরও দু' দিন রয়ে গেলেন। তারপর তিনি শিষ্যদের বল–
লেন, "চল, আমরা আবার যিহূদিয়াতে যাই।"

৮ শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "গুরু, এই কিছু দিন আগে নেতারা
আপনাকে পাথর মারতে চেয়েছিলেন, আর আপনি আবার সেখানে
যাচ্ছেন?"

৯ যীশু উত্তর দিলেন, "দিনে কি বারো ঘন্টা নেই? কেউ যদি দিনে
ঘুরে বেড়ায় সে উছোট খায় না, কারণ সে এই পৃথিবীর আলো দেখে।
১০ কিন্তু যদি কেউ রাতে ঘুরে বেড়ায় সে উছোট খায়, কারণ তার মধ্যে
আলো নেই।"

১১ এই সব কথা বলবার পরে যীশু শিষ্যদের বললেন, "আমাদের
বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।"

১২ এতে শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "প্রভু, যদি সে ঘুমিয়েই থাকে,
তবে সে ভাল হবে।"

১৩ যীশু লাসারের মৃত্যুর কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা
১৪ ভাবলেন তিনি স্বাভাবিক ঘুমের কথাই বলছেন। যীশু তখন স্পষ্ট
১৫ করেই বললেন, "লাসার মারা গেছে, কিন্তু আমি তোমাদের কথা ভেবে
খুশী হয়েছি যে, আমি সেখানে ছিলাম না যাতে তোমরা বিশ্বাস
করতে পার। চল, আমরা লাসারের কাছে যাই।"

১৬ তখন থোমা, যাঁকে দিদুমঃ ও বলা হয়, তাঁর সংগী–শিষ্যদের বল–
লেন, "চল, আমরাও যাই, যেন তাঁর সংগে মরতে পারি।"

১৭ যীশু সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, চার দিন আগেই

১৮ লাসারকে কবর দেওয়া হয়েছে। যিরূশালেম থেকে বৈথনিয়া প্রায়
১৯ দু' মাইল দূরে ছিল। যিহূদীদের মধ্যে অনেকেই মার্থা ও মরিয়মকে
২০ তাঁদের ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য সান্ত্বনা দিতে এসেছিল। যীশু আসছেন
শুনে মার্থা তাঁর সংগে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরে বসে
রইলেন।

২১ মার্থা যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন
২২ তবে আমার ভাই মারা যেত না। কিন্তু আমি জানি, আপনি এখনও
ঈশ্বরের কাছে যা চাইবেন ঈশ্বর তা আপনাকে দেবেন।"

২৩ যীশু তাঁকে বললেন, "তোমার ভাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে।"

২৪ তখন মার্থা তাঁকে বললেন, "আমি জানি, শেষ দিনে মৃত
লোকেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে, তখন সেও উঠবে।"

২৫ যীশু মার্থাকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে
২৬ আমার উপর বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত হবে। আর যে
জীবিত আছে এবং আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না।
তুমি কি একথা বিশ্বাস কর?"

২৭ মার্থা তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, জগতে
যাঁর আসবার কথা আছে, আপনিই সেই মশীহ ঈশ্বরের পুত্র।"

২৮ এই কথা বলে মার্থা গিয়ে তাঁর বোন মরিয়মকে গোপনে ডেকে
বললেন, "গুরু এখানে আছেন ও তোমাকে ডাকছেন।"

২৯ মরিয়ম এই কথা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে যীশুর কাছে গেলেন।
৩০ যীশু তখনও গ্রামে এসে পৌঁছাননি; মার্থা যেখানে তাঁর সংগে
৩১ দেখা করেছিলেন সেখানেই ছিলেন। যে যিহূদীরা মরিয়মের সংগে
ঘরে থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তারা মরিয়মকে তাড়াতাড়ি উঠে
বাইরে যেতে দেখে তাঁর পিছনে পিছনে গেল। তারা ভাবল, মরিয়ম
কবরের কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন।

৩২ যীশু যেখানে ছিলেন মরিয়ম সেখানে গেলেন, আর তাঁকে দেখতে
পেয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ে বললেন, "প্রভু, আপনি যদি এখানে
থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না।"

৩৩ যীশু মরিয়মকে এবং তাঁর সংগে যে যিহূদীরা এসেছিল তাদের
৩৪ কাঁদতে দেখে অন্তরে খুব অস্থির হলেন। তিনি তাদের বললেন,
"লাসারকে কোথায় রেখেছ?"

তারা বলল,"প্রভু, এসে দেখুন।"

৩৫,৩৬ তখন যীশু কাঁদলেন। তাতে যিহূদীরা বলল, "দেখ, উনি লাসারকে কত ভালবাসতেন।"

৩৭ কিন্তু যিহূদীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "অন্ধের চোখ যিনি খুলে দিয়েছেন, তিনি কি এমন কিছু করতে পারতেন না যাতে লোকটি মারা যেত না?"

৩৮ এতে যীশু অন্তরে আবার অস্থির হলেন এবং কবরের কাছে গেলেন। কবরটা ছিল একটা গুহা। সেই গুহার মুখে একটা পাথর
৩৯ বসানো ছিল। যীশু বললেন,"পাথরখানা সরাও।"

যিনি মারা গেছেন তাঁর বোন মার্থা যীশুকে বললেন, "প্রভু, এখন দুর্গন্ধ হয়েছে, কারণ চার দিন হল সে মারা গেছে।"

৪০ যীশু মার্থাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে বলিনি, যদি তুমি বিশ্বাস কর তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?"

৪১ তখন লোকেরা পাথরখানা সরিয়ে দিল। যীশু উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পিতা, তুমি আমার কথা শুনেছ বলে আমি
৪২ তোমাকে ধন্যবাদ দিই। অবশ্য আমি জানি সব সময়ই তুমি আমার কথা শুনে থাক। কিন্তু যে সব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে, তারা যেন বিশ্বাস করতে পার যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ, সেই জন্যই এ কথা বললাম।"

৪৩ এই কথা বলবার পরে যীশু জোরে ডাক দিয়ে বললেন, "লাসার, বের হয়ে এস।"

৪৪ যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি তখন কবর থেকে বের হয়ে আস-লেন। তাঁর হাত-পা কবরের কাপড়ে জড়ানো ছিল এবং তাঁর মুখ রুমালে বাঁধা ছিল। যীশু লোকদের বললেন, "ওর বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও।"

ফরীশীদের ষড়যন্ত্র

৪৫ মরিয়মের কাছে যে সব যিহূদীরা এসেছিল, তাদের মধ্যে অনে-
৪৬ কেই যীশুর এই কাজ দেখে তাঁর উপর বিশ্বাস করল। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফরীশীদের কাছে গিয়ে যীশু যা করেছিলেন তা
৪৭ বলল। তখন প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা মহাসভার লোকদের জড় করে বললেন,"আমরা এখন কি করি? এই লোকটা তো অনেক

৪৮ আশ্চর্য কাজ করছে। আমরা যদি তাকে এই ভাবে চলতে দিই, তবে সবাই তার উপরে বিশ্বাস করবে, আর রোমীয়েরা এসে আমাদের উপাসনা-ঘর এবং আমাদের জাতিকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

৪৯ তাঁদের মধ্যে কাইয়াফা নামে একজন সেই বছরের মহা-পুরোহিত
৫০ ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা কিছুই জান না, আর ভেবেও দেখ না যে, গোটা জাতিটা নষ্ট হওয়ার চেয়ে বরং সমস্ত লোকের বদলে একজন মানুষের মৃত্যু অনেক ভাল।"

৫১ কাইয়াফা যে নিজে থেকে এ কথা বলেছিলেন তা নয় কিন্তু তিনি ছিলেন সেই বছরের মহা-পুরোহিত। সেই জন্য তিনি ভবিষ্যতের
৫২ কথা বলেছিলেন যে, যিহূদী জাতির জন্য যীশুই মরবেন। কেবল যিহূদী জাতির জন্যই নয়, কিন্তু ঈশ্বরের যে সন্তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জড় করে এক করবার জন্যও তিনি মরবেন।

৫৩ সেই দিন থেকে যিহূদী নেতারা যীশুকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র
৫৪ করতে লাগলেন। সেই জন্য যীশু খোলাখুলিভাবে যিহূদীদের মধ্যে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন, আর সেই জায়গা ছেড়ে মরু-এলাকার কাছে ইফ্রয়িম নামে একটা গ্রামে চলে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে থাকতে লাগলেন।

৫৫ তখন যিহূদীদের উদ্ধার-পর্ব কাছে এসেছিল। পর্বের আগে নিজেদের শুচি করবার জন্য অনেক লোক গ্রাম থেকে যিরূশালেমে
৫৬ গিয়েছিলেন। এই সব লোকেরা যীশুর খোঁজ করতে লাগল। তারা উপাসনা-ঘরে দাঁড়িয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "তিনি কি এই পর্বে একেবারেই আসবেন না? তোমাদের কি মনে হয়?"

৫৭ প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরাও আদেশ দিয়েছিলেন যে, যীশু কোথায় আছে তা যদি কেউ জানে তবে সে যেন খবরটা তাঁদের জানায়, যাতে তাঁরা যীশুকে ধরতে পারেন।

মরিয়মের শ্রদ্ধা

১২ উদ্ধার-পর্বের ছয় দিন আগে যীশু বেথনিয়াতে গেলেন। যাঁকে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন সেই লাসার বৈথনিয়াতে বাস
২ করতেন। সেখানে তাঁরা যীশুর জন্য খাওয়ার আয়োজন করলেন। মার্থা পরিবেশন করছিলেন। যাঁরা যীশুর সংগে খেতে বসেছিলেন

৩ তাঁদের মধ্যে লাসারও ছিলেন।

এমন সময় মরিয়ম আধ সের খুব দামী, খাঁটি সুগন্ধি আতর নিয়ে আসলেন এবং যীশুর পায়ে তা ঢেলে দিয়ে নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিলেন। সেই আতরের সুগন্ধে সারা ঘর ভরে গেল।
৪ যীশুর শিষ্যদের মধ্যে একজন, যে তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে,
৫ সেই যিহূদা ইস্কারিয়োৎ বলল, "এই আতর তিনশো দীনারে বিক্রী করে গরীব– দুঃখীদের দেওয়া যেত। কেন তা করা হল না?"
৬ যিহূদা যে গরীবদের বিষয়ে চিন্তা করে এ কথা বলেছিল তা নয়। আসলে সে ছিল চোর। টাকার বাক্স তার কাছে থাকত বলে যা কিছু জমা রাখা হত তা থেকে সে চুরি করত।
৭ যীশু বললেন,"তোমরা ওর মনে কষ্ট দিয়ো না। আমাকে কবর
৮ দেবার সময়ে সাজাবার জন্যই ও এটা রেখেছিল। গরীবেরা তো সব সময় তোমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু আমাকে তোমরা সব সময় পাবে না।"
৯ যীশু বৈথনিয়াতে আছেন জানতে পেরে যিহূদীদের মধ্য থেকে অনেক লোক সেখানে আসল। তারা যে কেবল যীশুর জন্য সেখানে এসেছিল তা নয়, কিন্তু যাঁকে যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন
১০ সেই লাসারকেও দেখতে আসল। তখন প্রধান পুরোহিতেরা লাসার–
১১ কেও মেরে ফেলবেন বলে ঠিক করলেন, কারণ লাসারের জন্য যিহূদীদের মধ্যে অনেকেই পুরোহিতদের ছেড়ে যীশুর উপর বিশ্বাস করছিল।

যিরূশালেমে প্রবেশ

১২ যে সব লোক পর্বে গিয়েছিল তারা পরদিন শুনতে পেল যীশু
১৩ যিরূশালেমে আসছেন। তখন তারা খেজুর পাতা নিয়ে তাঁকে এগিয়ে আনতে গেল আর চিৎকার করে বলতে লাগল–

"হোশান্না, যিনি প্রভুর নামে আসছেন,
তাঁর গৌরব হোক্।
তিনিই ইস্রায়েলের রাজা।"

১৪ পবিত্র শাস্ত্রের কথামত যীশু একটা গাধা দেখতে পেয়ে তার উপরে বসেছিলেন। শাস্ত্রে লেখা আছে–

১৫ হে সিয়োন–কন্যা, ভয় কোরো না।
চেয়ে দেখ, তোমার রাজা গাধার বাচ্চার উপরে
চড়ে আসছেন।

১৬ যীশুর শিষ্যেরা প্রথমে এসব বুঝতে পারলেন না। পরে যীশুর মহিমা যখন প্রকাশিত হল, তখন তাঁদের মনে পড়ল পবিত্র শাস্ত্রের ঐ কথা যীশুর বিষয়েই লেখা হয়েছিল। তাঁদের আরও মনে পড়ল লোকেরা যীশুর জন্যই ঐসব করেছিল।

১৭ লাসারকে কবর থেকে ডেকে জীবিত করে তুলবার সময় যে সব লোক যীশুর কাছে ছিল তারাই পরে লাসারের জীবিত হয়ে উঠবার
১৮ বিষয় সাক্ষ্য দিচ্ছিল। আর সেই জন্যই লোকেরা যীশুকে এগিয়ে আনতে গিয়েছিল, কারণ তারা শুনেছিল যীশুই সেই আশ্চর্য কাজটা
১৯ করেছেন। এ দেখে ফরীশীরা একে অন্যকে বললেন,"আমাদের কোন লাভই হচ্ছে না। দেখ, সারা দুনিয়া তার দলে চলে গেছে।"

নিজের মৃত্যুর বিষয়ে প্রভু যীশু

২০ সেই পর্বে যারা উপাসনা করতে এসেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন
২১ গ্রীকও ছিল। তারা ফিলিপের কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করে বলল, "আমরা যীশুকে দেখতে চাই।" ফিলিপ ছিলেন গালীল প্রদেশের
২২ বৈৎসৈদা গ্রামের লোক। ফিলিপ গিয়ে কথাটা আন্দ্রিয়কে বললেন। পরে আন্দ্রিয় ফিলিপ গিয়ে যীশুকে বললেন।

২৩ যীশু তখন আন্দ্রিয় ও ফিলিপকে বললেন, "মনুষ্যপুত্রের মহিমা
২৪ প্রকাশিত হবার সময় এসেছে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, গমের বীজ মাটিতে পড়ে যদি না মরে তবে একটাই বীজ থাকে, কিন্তু যদি
২৫ মরে তবে প্রচুর ফসল জন্মায়। যে নিজেকে অতিরিক্ত ভালবাসে সে তার সত্যিকারের জীবন হারায়, কিন্তু যে এই জগতে তা করে না, সে
২৬ তার সত্যিকারের জীবন অনন্ত জীবনের জন্য রক্ষা করবে। কেউ যদি আমার সেবা করতে চায়, তবে সে আমার পথে চলুক। আমি যেখানে আছি আমার সেবাকারীও সেখানে থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে তবে পিতা তাকে সম্মান দান করবেন।

২৭ "আমার মন এখন অস্থির হয়ে উঠেছে। আমি কি এ কথাই বলব, 'পিতা, যে সময় এসেছে, সেই সময়ের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর'?

২৮ কিন্তু এরই জন্য তো আমি এই সময় পর্যন্ত এসেছি। পিতা, তোমার
মহিমা প্রকাশ কর।"

স্বর্গ থেকে তখন এই কথা শোনা গেল, "আমি মহিমা প্রকাশ
করেছি এবং আবার তা প্রকাশ করব।"

২৯ যে লোকেরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা তা শুনে বলল, "ওটা মেঘের
ডাক।"

কেউ কেউ আবার বলল,"কোন স্বর্গদূত উনার সংগে কথা
বললেন।"

৩০ এতে যীশু বললেন, "এই কথা আমার জন্য বলা হয়নি, কিন্তু
৩১ আপনাদের জন্যই বলা হয়েছে। এই জগতের বিচারের সময় এবার
এসেছে, আর জগতের কর্তার হাত থেকে এখন প্রভুত্ব কেড়ে নেওয়া
৩২ হবে। আমাকে যখন মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হবে, তখন আমি
৩৩ সবাইকে আমার কাছে টেনে আনব।" তাঁর কি রকমের মৃত্যু হবে তা
বুঝবার জন্য তিনি এই কথা বললেন।

৩৪ তখন লোকেরা যীশুকে বলল, "আমরা পবিত্র শাস্ত্র থেকে
শুনেছি মশীহ চিরকাল থাকবেন। তবে আপনি কি করে বলছেন যে,
মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে তুলতে হবে? তাহলে এই মনুষ্যপুত্র কে?"

৩৫ যীশু তাদের বললেন,"আর অল্প সময়ের জন্য আলো আপনা–
দের সংগে সংগে আছে। আলো আপনাদের কাছে থাকতে থাকতেই
চলতে আরম্ভ করুন যেন অন্ধকার আপনাদের উপরে এসে না পড়ে।
৩৬ যে অন্ধকারে চলে, সে কোথায় যাচ্ছে তা জানে না। আলো আপনাদের
কাছে থাকতে থাকতেই আলোর উপর বিশ্বাস করুন যেন আপনারা
আলোতে পূর্ণ হতে পারেন।"

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের ফল

এই সব কথা বলবার পর যীশু লোকদের কাছ থেকে চলে গিয়ে
৩৭ নিজেকে গোপন করলেন। যদিও তিনি তাদের সামনে চিহ্ন হিসাবে
এতগুলো আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তবুও লোকেরা তাঁর উপরে
৩৮ বিশ্বাস করেনি। এটা হয়েছিল যেন নবী যিশাইয়ের এই কথা পূর্ণ
হয় যে –

প্রভু, কে আমাদের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করেছে?
আর কার কাছে প্রভুর শক্তি প্রকাশিত হয়েছে?

৩৯ সেই লোকেরা এই জন্যই বিশ্বাস করতে পারেনি, কারণ যিশাইয়
যেমন বলেছেন সেই অনুসারে –

৪০ ঈশ্বরের তাদের চোখ অন্ধ করেছেন
আর অন্তর অসাড় করেছেন,
যাতে তারা চোখ দিয়ে না দেখে
ও অন্তর দিয়ে না বোঝে,
আর ভাল হবার জন্য তাঁর কাছে ফিরে না আসে।

৪১ যিশাইয় যীশুর মহিমা দেখেছিলেন বলে তাঁর বিষয়ে এই কথা
৪২ বলেছিলেন। তবুও নেতাদের মধ্যে অনেকে তাঁর উপরে বিশ্বাস
করলেন, কিন্তু ফরীশীরা সমাজ থেকে তাঁদের বের করে দেবেন সেই
৪৩ ভয়ে তাঁরা তা স্বীকার করলেন না। তাঁরা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রশংসা
পাওয়ার চেয়ে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে বেশী ভালবাসতেন।

৪৪ পরে যীশু জোরে জোরে বললেন, "যে আমার উপরে বিশ্বাস
করে, সে যে কেবল আমার উপর বিশ্বাস করে তা নয়, কিন্তু যিনি
৪৫ আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপরেও বিশ্বাস করে। যে আমাকে
৪৬ দেখে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সে তাঁকেই দেখে। আমি এই
জগতে আলো হিসাবে এসেছি যেন আমার উপর যে বিশ্বাস
৪৭ করে সে অন্ধকারে না থাকে। যদি কেউ আমার কথা শুনে সেই
মত না চলে তবে আমি তার বিচার করি না, কারণ আমি
মানুষকে দোষী প্রমাণ করতে আসিনি বরং মানুষকে পাপ থেকে
৪৮ উদ্ধার করতে এসেছি। যে আমাকে অগ্রাহ্য করে এবং আমার কথা না
শোনে, তার জন্য বিচারকর্তা আছে। যে কথা আমি বলেছি সেই
৪৯ কথাই শেষ দিনে তাকে দোষী বলে প্রমাণ করবে; কারণ আমি তো
নিজ থেকে কিছু বলিনি, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই
৫০ পিতা নিজেই আমাকে আদেশ করেছেন কি কি বলতে হবে। আমি
জানি তাঁর আদেশই অনন্ত জীবন। এই জন্য আমি যে সব কথা বলি,
তা আমার পিতার আদেশ মতই বলি।"

শিষ্যদের পা ধোওয়ানো

১৩ উদ্ধার – পর্বের কিছু আগের ঘটনা। যীশু বুঝতে পেরেছিলেন
তাঁর এই জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে।
এই জগতে যাঁরা তাঁর নিজের লোক ছিলেন তাদের তিনি ভালবাসতেন
এবং শেষ পর্যন্তই ভালবেসেছিলেন।
২ তখন খাবার সময়। এর আগেই শয়তান শিমোনের ছেলে যিহূদা
ইস্কারিয়োতের মনে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবার ইচ্ছা
৩ জাগিয়ে দিয়েছিল। যীশু জানতেন, পিতা ঈশ্বর তাঁর হাতে সব
কিছুই দিয়েছেন। তিনি আরও জানতেন যে, তিনি তাঁরই কাছ থেকে
৪ এসেছেন এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাচ্ছেন। এই জন্য তিনি খাওয়া
ছেড়ে উঠলেন, আর উপরের কাপড় খুলে ফেলে একটা গামছা নিয়ে
৫ কোমরে জড়ালেন। তারপর তিনি গামলার জল ঢেলে শিষ্যদের পা
ধোওয়াতে লাগলেন এবং কোমরে জড়ানো গামছা দিয়ে তা মুছে দিতে
লাগলেন।
৬ এই ভাবে যীশু যখন শিমোন–পিতরের কাছে আসলেন তখন
পিতর তাঁকে বললেন,"প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুইয়ে দেবেন?"
৭ যীশু উত্তর দিলেন, "আমি যা করছি তা এখন তুমি বুঝতে
পারছ না, কিন্তু পরে বুঝতে পারবে।"
৮ পিতর তাঁকে বললেন, "আপনি কখনও আমার পা ধুইয়ে দেবেন
না।"
যীশু পিতরকে বললেন, "যদি আমি তোমাকে ধুইয়া না দিই,
তবে আমার সংগে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই।"
৯ তখন শিমোন–পিতর বললেন, "প্রভু, তাহলে কেবল আমার পা
নয়, আমার হাত আর মাথাও ধুইয়ে দিন।"
১০ যীশু তাঁকে বললেন, "যে স্নান করেছে তার পা ছাড়া আর
কিছুই ধোওয়ার দরকার নেই, কারণ তার আর সব কিছু পরিষ্কার
১১ আছে। তোমরা অবশ্য পরিষ্কার আছ, কিন্তু সকলে নও।" কে
তাঁকে ধরিয়ে দেবে তা তিনি জানতেন। সেই জন্যই তিনি বললেন,
"তোমরা সকলে পরিষ্কার নও।"
১২ শিষ্যদের সকলের পা ধোওয়াবার পরে যীশু তাঁর উপরের কাপড়–

খানা পরে আবার বসলেন এবং তাঁদের বললেন, "আমি কি করলাম
১৩ তা কি তোমরা বুঝতে পারলে? তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলে
১৪ ডাক, আর তা ঠিকই বল, কারণ আমি তা-ই। কিন্তু আমি প্রভু
আর গুরু হয়েও যখন তোমাদের পা ধুইয়ে দিলাম তখন তোমাদেরও
১৫ একে অন্যের পা ধোওয়ানো উচিত। আমি তোমাদের কাছে এটা করে
দেখিয়েছি, যেন তোমাদের প্রতি আমি যা করলাম তোমরাও তা কর।
১৬ আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, দাস তার মনিব থেকে বড় নয়। যাকে
পাঠানো হয়েছে, সে তাঁর চেয়ে বড় নয় যিনি তাকে পাঠিয়েছেন।
১৭ এই সব জেনে যদি তা পালন কর, তবে তোমরা ধন্য।
১৮ "আমি তোমাদের সকলের কথা বলছি না। আমি যাদের বেছে
নিয়েছি, তাদের তো আমি জানি। কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা
পূর্ণ হতেই হবে, 'আমার সংগে যে রুটি খাচ্ছে, সে আমার বিরুদ্ধে
১৯ পা উঠিয়াছে।' এটা ঘটবার আগেই আমি তোমাদের বলছি, যেন
২০ ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, আমিই সেই । আমি
তোমাদের সত্যিই বলছি, আমি যাকে পাঠাই, যে তাকে গ্রহণ করে সে
আমাকেই গ্রহণ করে। যে আমাকে গ্রহণ করে, যিনি আমাকে পাঠিয়ে-
ছেন সে তাঁকেই গ্রহণ করে।"

কে প্রভু যীশুকে ধরিয়ে দেবে?

২১ এই সব কথা বলবার পরে যীশু অন্তরে অস্থির হলেন। তিনি
বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমাদেরই মধ্যে একজন
আমাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে।"
২২ যীশু কার কথা বলছেন তা বুঝতে না পেরে শিষ্যেরা একে
২৩ অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁকে যীশু ভাল-
২৪ বাসতেন তিনি যীশুর পাশেই ছিলেন। শিমোন-পিতর তাঁকে ইসারা
করে বললেন,"উনি কার কথা বলছেন, জিজ্ঞাসা কর।"
২৫ সেই শিষ্য তখন যীশুর দিকে ঝুঁকে বললেন,"প্রভু, সে কে?"
২৬ যীশু উত্তর দিলেন, "এই রুটির টুক্‌রাটা বাটিতে ডুবিয়ে যাকে
দেব, সে-ই সেই লোক।" আর তিনি রুটির টুক্‌রাটা বাটিতে ডুবিয়ে
শিমোন ইস্কারিয়োতের ছেলে যিহূদাকে দিলেন।
২৭ রুটির টুক্‌রাটা নেবার পরেই শয়তান যিহূদার মধ্যে ঢুকল।

যীশু তাকে বললেন,"যা করবে তাড়াতাড়ি কর।"

২৮ যাঁরা যীশুর সংগে খেতে বসেছিলেন, তাঁরা কেউই বুঝলেন না
২৯ কেন যীশু যিহূদাকে এ কথা বললেন। কেউ কেউ ভাবলেন, পর্বের জন্য যা দরকার যীশু যিহূদাকে তা কিনে আনতে বললেন, কিম্বা গরীবদের কিছু দিতে বললেন, কারণ তাঁদের টাকার বাক্স যিহূদার
৩০ কাছেই থাকত, রুটির টুক্‌রাটা নেওয়ার সংগে সংগে যিহূদা বাইরে চলে গেল। তখন রাত হয়েছে।

নতুন আদেশ

৩১ যিহূদা বাইরে চলে যাওয়ার পর যীশু বললেন, "মনুষ্যপুত্রের মহিমা এখন প্রকাশিত হল এবং তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ
৩২ পেল। ঈশ্বরের মহিমা যখন তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হল তখন ঈশ্বরও মনুষ্যপুত্রের মহিমা নিজের মধ্যে প্রকাশ করবেন এবং তা তিনি শীঘ্রই করবেন।

৩৩ "সন্তানেরা, আর অল্প সময় আমি তোমাদের সংগে সংগে আছি। তোমরা আমাকে খুঁজবে, কিন্তু আমি যিহূদী নেতাদের যেমন বলেছিলাম, 'আমি যেখানে যাচ্ছি আপনারা সেখানে আসতে পারেন না', তেমনি
৩৪ তোমাদেরও এখন তা–ই বলছি। একটা নতুন আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি – তোমরা একে অন্যকে ভালবেসো। আমি যেমন তোমাদের
৩৫ ভালবেসেছি, তেমনি একে অন্যকে ভালবেসো। যদি তোমরা একে অন্যকে ভালবাস, তবে সবাই বুঝতে পারবে তোমরা আমার শিষ্য।"

পিতরের প্রতিজ্ঞা

৩৬ শিমোন–পিতর যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

যীশু উত্তর দিলেন,"আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা এখন আমার সংগে সেখানে আসতে পার না, কিন্তু পরে তোমরা আসবে।"

৩৭ পিতর তাঁকে বললেন, "প্রভু, কেন এখন আপনার সংগে যেতে পারি না? আপনার জন্য আমি আমার প্রাণও দেব।"

৩৮ তখন যীশু বললেন,"সত্যিই কি আমার জন্য তুমি তোমার প্রাণ দেবে? আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, মোরগ ডাকবার আগেই তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করে বলবে যে, তুমি আমাকে চেন না।

প্রভু যীশুই পথ

১৪ "তোমাদের মন যেন আর অস্থির না হয়। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস
২ কর, আমার উপরেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাড়ীতে থাকবার
অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম, কারণ
৩ আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। আমি গিয়ে তোমাদের
জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর আমার কাছে তোমাদের
নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার।
৪ আমি কোথায় যাচ্ছি তার পথ তো তোমরা জান।"
৫ থোমা যীশুকে বললেন,"প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা-ই
আমরা জানিনা ; তবে পথ কি করে জানব ?"
৬ যীশু থোমাকে বললেন,"আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার
৭ মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না। তোমরা যদি
আমাকে জানতে তবে আমার পিতাকেও জানতে। এখন তোমরা তাঁকে
জেনেছ আর তাঁকে দেখতেও পেয়েছ।"
৮ ফিলিপ যীশুকে বললেন, "প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখান,
তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হব।"
৯ যীশু তাঁকে বললেন, "ফিলিপ, এত দিন আমি তোমাদের সংগে
সংগে আছি, তবুও কি তুমি আমাকে জানতে পারনি ? যে আমাকে
দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে। তুমি কেমন করে বলছ 'পিতাকে
১০ আমাদের দেখান' ? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতার মধ্যে
আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন ? যে সব কথা আমি তোমাদের
বলি তা আমি নিজে থেকে বলি না, কিন্তু পিতা, যিনি আমার মধ্যে
১১ থাকেন, তিনিই তাঁর কাজ করছেন। আমার কথায় বিশ্বাস কর যে,
আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন। তা না
হলে অন্ততঃ আমার এই সব কাজের জন্য আমাকে বিশ্বাস কর।
১২ "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি কেউ আমার উপরে বিশ্বাস
করে তবে আমি যে সব কাজ করি সেও তা করবে। আর আমি পিতার
কাছে যাচ্ছি বলে সে এ সবের চেয়েও আরও বড় বড় কাজ করবে।
১৩ তোমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে তা আমি করব, যেন পিতার
১৪ মহিমা পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। আমার নামে যদি আমার
কাছে কিছু চাও, তবে আমি তা করব।

পবিত্র আত্মার সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা

১৫ "তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার সমস্ত আদেশ
১৬,১৭ পালন করবে। আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। সেই সাহায্যকারীই সত্যের আত্মা। জগৎ তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না এবং তাঁকে জানেও না। তোমরা কিন্তু তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের সংগে সংগে থাকেন, আর তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করেন।

১৮ "আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না; আমি তোমাদের
১৯ কাছে আসব। অল্প সময় পরে জগৎ আর আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে। আমি জীবিত আছি বলে তোমরাও
২০ জীবিত থাকবে। সেই দিন তোমরা জানতে পারবে যে, আমি পিতার সংগে যুক্ত আছি আর তোমরা আমার সংগে যুক্ত আছ এবং আমি
২১ তোমাদের সংগে যুক্ত আছি। যে আমার সব আদেশ জানে ও পালন করে, সে-ই আমাকে ভালবাসে। যে আমাকে ভালবাসে, আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন। আমিও তাকে ভালবাসব আর তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করব।"

২২ তখন যিহূদা (ইস্কারিয়োৎ নয়) তাঁকে বললেন,"প্রভু, কেন আপনি কেবল আমাদেরই কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন, জগতের কাছে করবেন না?"

২৩ যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন, "যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলবে। আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন
২৪ এবং আমরা তার কাছে আসব আর তার সংগে বাস করব। যে আমাকে ভালবাসে না, সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে না। যে কথা তোমরা শুনছ তা আমার কথা নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই
২৫ পিতারই কথা। তোমাদের সংগে থাকতে থাকতেই এই সব কথা আমি
২৬ তোমাদের বলেছি। সেই সাহায্যকারী, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয় তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন।

২৭ "আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি আমি
তোমাদের দিচ্ছি; জগৎ যে ভাবে দেয় আমি সেই ভাবে দিই না।
২৮ তোমাদের মন যেন অস্থির না হয় এবং মনে ভয়ও না থাকে। তোমরা
শুনছ আমি তোমাদের বলেছি, 'আমি চলে যাচ্ছি এবং আবার তোমাদের
কাছে আসব।' তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে আমি
আমার পিতার কাছে যাচ্ছি বলে খুশী হতে, কারণ পিতা আমার
২৯ চেয়েও মহান। এসব ঘটবার আগেই আমি তোমাদের বলে রাখলাম,
৩০ যেন ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস করতে পার। আমি তোমাদের সংগে
আর বেশীক্ষণ কথা বলব না, কারণ জগতের কর্তা আসছে। আমার
৩১ উপরে তার কোন আধিকার নেই। কিন্তু এ ঘটছে যেন জগৎ জানতে পারে
যে, আমি পিতাকে ভালবাসি এবং পিতা আমাকে যেমন আদেশ দিয়ে-
ছেন আমি সব কিছু তেমনই করে থাকি। এবার ওঠো, আমরা এখান
থেকে যাই।

১৫ প্রভু যীশু আংগুর -গাছ, শিষ্যেরা ডালপালা

১,২ "আমিই আসল আংগুর-গাছ আর আমার পিতা মালী। আমার
যে সব ডালে ফল ধরে না সেগুলো তিনি কেটে ফেলেন, আর যে সব
ডালে ফল ধরে সেগুলো তিনি ছেঁটে পরিষ্কার করেন যেন আরও অনেক
৩ ফল ধরতে পারে। আমি যে কথা তোমাদের বলেছি, তার জন্য তোমরা
৪ আগেই পরিষ্কার হয়েছ। আমার মধ্যে থাক আর আমি তোমাদের
অন্তরে থাকব। আংগুর-গাছে যুক্ত না থাকলে যেমন ডাল নিজে নিজে
ফল ধরতে পারে না, তেমনি আমার মধ্যে না থাকলে তোমরাও
নিজে নিজে ফল ধরাতে পার না।

৫ "আমিই আংগুর-গাছ, আর তোমরা তার ডালপালা। যদি কেউ
আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তার মধ্যে থাকি তবে তার জীবনে
অনেক ফল ধরে, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না।
৬ যদি কেউ আমার মধ্যে না থাকে তবে কাটা ডালের মতই তাকে বাইরে
ফেলে দেওয়া হয় আর তা শুকিয়ে যায়। তখন সেই ডালগুলো
৭ কুড়িয়ে আগুনে ফেলে দেওয়া হয় এবং সেগুলো পুড়ে যায়। যদি
তোমরা আমার মধ্যে থাক আর আমার কথাগুলো তোমাদের অন্তরে
থাকে, তবে তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই চেয়ো; তোমাদের জন্য তা করা

৮ হবে। যদি তোমাদের জীবনে প্রচুর ফল ধরে এবং এ ভাবে তোমরা
নিজেদের আমার শিষ্য বলে প্রমাণ কর, তবে আমার পিতার গৌরব
৯ হবে। পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের
১০ ভালবেসেছি। আমার ভালবাসার মধ্যে থাক। আমি আমার পিতার
সমস্ত আদেশ পালন করে যেমন তাঁর ভালবাসার মধ্যে রয়েছি, তেমনি
তোমরাও যদি আমার আদেশ পালন কর তবে তোমরাও আমার ভাল-
বাসার মধ্যে থাকবে।

১১ "এই সব কথা আমি তোমাদের বললাম যেন আমার আনন্দ
১২ তোমাদের অন্তরে থাকে ও তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়। আমার
আদেশ এই, আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমারাও
১৩ একে অন্যকে ভালবেসো। কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ
১৪ দেয়, তবে তার চেয়ে বেশী ভালবাসা আর কারও নেই। যে সব আদেশ
আমি তোমাদের দিই, তা যদি তোমরা পালন কর, তবেই তোমরা
১৫ আমার বন্ধু। আমি তোমাদের আর দাস বলি না, কারণ মনিব কি
করেন দাস তা জানে না ; বরং আমি তোমাদের বন্ধু বলেছি, কারণ
আমি পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি তা তোমাদের জানিয়েছি।
১৬ তোমরা আমাকে বেছে নাওনি, কিন্তু আমিই তোমাদের বেছে নিয়ে
কাজে লাগিয়েছি, যাতে তোমাদের জীবনে ফল ধরে আর তোমাদের
সেই ফল যেন টিকে থাকে। তাহলে আমার নামে পিতার কাছে যা
১৭ কিছু চাইবে তা তিনি তোমাদের দেবেন। এই আদেশ আমি তোমাদের
দিচ্ছি যে, তোমরা একে অন্যকে ভালবেসো।

জগৎ বিশ্বাসীদের শত্রু

১৮ "জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে, কিন্তু মনে রেখো, তার আগে জগৎ
১৯ আমাকেই ঘৃণা করেছে। যদি তোমরা এই জগতের হতে, তবে জগৎ
তার নিজের বলে তোমাদের ভালবাসত। কিন্তু তোমরা এই জগতের
নও, বরং আমি তোমাদের জগতের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছি, বলে
২০ জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে। আমার এ কথাটা তোমরা ভুলে যেয়ো
না যে, দাস তার মনিবের চেয়ে বড় নয়। সেই জন্য লোকেরা যদি
আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে তবে তোমাদেরও কষ্ট দেবে ; যদি তারা
২১ আমার কথা শুনে থাকে তবে তোমাদের কথাও শুনবে। তারা আমার

জন্য তোমাদের প্রতি এই সব করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন
তারা তাঁকে জানে না।
২২ "আমি যদি না আসতাম ও তাদের কাছে কথা না বলতাম, তবে
তাদের দোষ হত না; কিন্তু এখন পাপের জন্য তাদের কোন অজু-
২৩ হাত নেই। যে আমাকে ঘৃণা করে সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে।
২৪ যে কাজ আর কেউ কখনও করেনি, সেই কাজ যদি আমি তাদের মধ্যে
না করতাম তবে তাদের দোষ হত না। কিন্তু এখন তারা আমাকে
২৫ আর পিতাকে দেখেছে এবং ঘৃণাও করেছে। এটা হয়েছে যাতে তাদের
আইন-কানুনে লেখা এই কথা পূর্ণ হয়, 'তারা অকারণে আমাকে
ঘৃণা করেছে?'
২৬ "যে সাহায্যকারীকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে
পাঠিয়ে দেব, তিনি যখন আসবেন তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য
দেবেন। ইনি হলেন সত্যের আত্মা, যিনি পিতা থেকে বের হন।
২৭ আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, কারণ প্রথম থেকেই তোমরা
আমার সংগে সংগে আছ।

১৬ "আমি তোমাদের এই সব কথা বললাম যেন তোমরা মনে বাধা
২ না পাও। লোকেরা সমাজ-ঘর থেকে তোমাদের বের করে দেবে;
আর এমন সময় আসছে যখন তোমাদের যারা মেরে ফেলবে তারা মনে
৩ করবে যে, তারা ঈশ্বরের সেবাই করছে। তারা এসব করবে কারণ
৪ তারা পিতাকেও জানেনি, আমাকেও জানেনি। আমি তোমাদের এসব
বললাম, যেন সেই সময় আসলে পর তোমাদের মনে পড়ে যে, আমি
তোমাদের এই কথা বলেছিলাম।

"আমি প্রথম থেকে এই সব কথা তোমাদের বলিনি, কারণ আমি
৫ তোমাদের সংগে সংগেই ছিলাম। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আমি
এখন তাঁর কাছে যাচ্ছি, আর তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসাও
৬ করছে না, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' আমি তোমাদের এই সব
৭ বলেছি বলে বরং তোমাদের মন দুঃখে পূর্ণ হয়েছে। তবুও আমি
তোমাদের সত্যি কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল,
কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না।
কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।

৮ তিনি এসে জগৎকে পাপের সম্বন্ধে, নির্দোষিতার সম্বন্ধে, এবং
৯ ঈশ্বরের বিচারের সম্বন্ধে চেতনা দেবেন। তিনি পাপের সম্বন্ধে
চেতনা দেবেন, কারণ লোকেরা আমার উপরে বিশ্বাস করে না;
১০ নির্দোষিতার সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি
১১ ও তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; বিচারের সম্বন্ধে চেতনা
দেবেন, কারণ জগতের কর্তার বিচার হয়ে গেছে।
১২ "তোমাদের কাছে আরও অনেক কথা আমার বলবার আছে, কিন্তু
১৩ এখন তোমরা সেগুলো সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু সেই সত্যের
আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে
নিয়ে যাবেন। তিনি নিজে থেকে কথা বলবেন না, কিন্তু যা কিছু
শোনেন তা-ই বলবেন, আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের
১৪ জানাবেন। সেই সত্যের আত্মা আমারই মহিমা প্রকাশ করবেন,
কারণ তিনি যা আমার কাছ থেকে শুনবেন তা-ই তোমাদের জানাবেন।
১৫ পিতার যা আছে তা সবই আমার। সেই জন্যই আমি বলেছি, যা
তিনি আমার কাছ থেকে শুনবেন তা-ই তোমাদের জানাবেন।
১৬ "কিছু কাল পরে আর তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না, আবার
কিছু কাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে।"

শিষ্যদের সান্ত্বনা দান

১৭ এই কথা শুনে যীশুর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন বলাবলি করতে
লাগলেন, "ইনি আমাদের এ কি বলছেন, 'কিছু কাল পরে তোমরা
আর আমাকে দেখতে পাবে না, আবার কিছুকাল পরে তোমরা
আমাকে দেখতে পাবে'? আবার তিনি বলছেন, 'আমি পিতার কাছে
১৮ যাচ্ছি।' যে কিছু কালের কথা ইনি বলছেন, তা কি? আমরা বুঝতে
পারছি না তিনি কি বলছেন।"
১৯ শিষ্যেরা যে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইছেন, তা
বুঝতে পেরে যীশু তাঁদের বললেন, "আমি যে বলেছি, 'কিছু কাল
পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না, আবার কিছু কাল পরে
তোমরা আমাকে দেখতে পাবে', এই বিষয়েই কি তোমরা নিজেদের
২০ মধ্যে বলাবলি করছ? আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা কাঁদবে
আর দুঃখে ভেংগে পড়বে কিন্তু জগৎ আনন্দ করবে। তোমরা দুঃখ

পাবে, কিন্তু পরে তোমাদের সেই দুঃখ আর থাকবে না; তার বদলে
২১ তোমরা আনন্দিত হবে। সন্তান হওয়ার সময় স্ত্রীলোক কষ্ট পায়,
কারণ তার সময় এসে পড়েছে। কিন্তু সন্তান হওয়ার পরে জগতে
একটি নতুন মানুষ আসবার আনন্দে তার আর সেই কষ্টের কথা
২২ মনে থাকে না। সেই ভাবে তোমরাও এখন দুঃখ–কষ্ট পাচ্ছ ; কিন্তু
আবার তোমাদের সংগে আমার দেখা হবে, আর তখন তোমাদের মন
আনন্দে ভরে উঠবে এবং সেই আনন্দ কেউ তোমাদের কাছ থেকে
২৩ কেড়ে নেবে না। সেই দিনে তোমরা আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা
করবে না। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা আমার নামে
২৪ পিতার কাছে যা কিছু চাইবে তা তিনি তোমাদের দেবেন। এখনও
পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই চাও নি। চাও, তোমরা পাবে,
যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

২৫ "এই সব শিক্ষার কথা আমি তোমাদের কাছে উদাহরণের মধ্যে
দিয়েই বললাম। তবে এমন সময় আসছে যখন আমি আর উদাহরণের
মধ্য দিয়ে তোমদের কাছে কথা বলব না, কিন্তু খোলাখুলিভাবেই
২৬ পিতার বিষয়ে বলব। সেই দিনে তোমরা নিজেরাই আমার নামে
চাইবে, আর আমি বলছি না যে, আমিই তোমাদের পক্ষ হয়ে পিতার
২৭ কাছে অনুরোধ করব। পিতা নিজেই তো তোমাদের ভালবাসেন,
কারণ তোমরা আমাকে ভালবেসেছ ও বিশ্বাস করেছ যে, আমি পিতা
২৮ ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি। সত্যিই আমি পিতার কাছ থেকে এই
জগতে এসেছি, আবার অমি এই জগৎ ছেড়ে পিতার কাছেই যাচ্ছি।"

২৯ তখন তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে বললেন,"দেখুন, এখন তো আপনি
খোলাখুলিভাবেই কথা বলছেন, উদাহরণের মধ্য দিয়ে বলছেন না।
৩০ এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, আপনার অজানা কিছুই নেই, আর
কেউ যে আপনাকে কোন কিছু জিজ্ঞাস করে তার দরকারও আপনার
নেই। এই জন্যই আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি ঈশ্বরের কাছ
থেকে এসেছেন।"

৩১ যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন,"এখন কি তাহলে বিশ্বাস হচ্ছে?
৩২ দেখ, সেই সময় আসছে, এমন কি এসেই গেছে, যখন তোমরা
দলছাড়া হয়ে আমাকে একলা ফেলে যে যার জায়গায় চলে যাবে। তবুও
৩৩ আমি একা নই, কারণ পিতা আমার সংগে সংগে আছেন। আমি

তোমাদের এই সব বললাম যেন তোমরা আমার সংগে যুক্ত আছ বলে মনে শান্তি পাও। এই জগতে তোমরা কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু সাহস হারায়ো না ; আমিই জগৎকে জয় করেছি।"

শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা

১৭ এই সব কথা বলবার পরে যীশু স্বর্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পিতা, সময় এসেছে। তোমার পুত্রের মহিমা প্রকাশ কর যেন পুত্রও
২ তোমার মহিমা প্রকাশ করতে পারেন। তুমি তাঁকে সমস্ত মানুষের উপরে অধিকার দিয়েছ, যেন যাদের তুমি তাঁর হাতে দিয়েছ তাদের
৩ সবাইকে তিনি অনন্ত জীবন দিতে পারেন। তোমাকে, অর্থাৎ এক-মাত্র সত্য ঈশ্বরকে, আর তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রীষ্টকে
৪ গভীরভাবে জানতে পারাই অনন্ত জীবন। তুমি যে কাজ আমাকে করতে দিয়েছ, তা শেষ করে এই জগতে আমি তোমার মহিমা প্রকাশ
৫ করেছি। পিতা, জগৎ সৃষ্ট হবার আগে তোমার সংগে আমার যে মহিমা ছিল, তোমার সংগে সেই মহিমা তুমি আবার আমাকে দাও।

৬ "জগতের মধ্য থেকে যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, আমি তাদের কাছে তোমাকে প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল, আর তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ। তারা তোমার কথার বাধ্য হয়ে চলেছে।
৭ তারা এখন বুঝতে পেরেছে, যা কিছু তুমি আমাকে দিয়েছ তা
৮ তোমারই কাছ থেকে এসেছে। এর কারণ এই, তুমি যা যা আমাকে বলতে বলেছ তা আমি তাদের বলেছি। তারা তা গ্রহণ করে জানতে পেরেছে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি, আর বিশ্বাসও করেছে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ।

৯ "আমি জগতের জন্য অনুরোধ করছি না, কিন্তু যাদের তুমি আমার হাতে দিয়েছ তাদের জন্যই অনুরোধ করছি, কারণ তারা তো
১০ তোমারই। যা কিছু আমার তা সবই তোমার, আর যা কিছু তোমার তা সবাই আমার। তাদের মধ্যে দিয়ে আমার মহিমা প্রকাশিত হয়েছে।
১১ আমি আর এ জগতে নেই, কিন্তু তারা তো এই জগতে আছে; আর আমি তোমার কাছে আসছি। পবিত্র পিতা, তুমি আমাকে তোমার যে নাম দিয়েছ সেই নামের গুণে এদের রক্ষা কর, যেন আমরা যেমন
১২ এক, এরাও তেমনি এক হতে পারে। আমি যতদিন তাদের সংগে

ছিলাম, ততদিন তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নামের
গুণে আমি তাদের রক্ষা করে এসেছি। আমি তাদের পাহারা দিয়েছি,
তাদের মধ্যে কেউই বিনষ্ট হয়নি। কেবল যে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছিল
সে-ই বিনষ্ট হয়েছে, যেন পবিত্র শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়।
১৩ "এখন আমি তোমার কাছে আসছি, আর আমার আনন্দে যেন
তাদের অন্তর পূর্ণ হয় সেই জন্য জগতে থাকতেই এই সব কথা
১৪ বলছি। তুমি যা বলেছ, আমি তাদের তা-ই জানিয়েছি। জগৎ তাদের
ঘৃণা করেছে, কারণ আমি যেমন এই জগতের নই, তারও তেমনি এই
১৫ জগতের নয়। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি না তুমি এই জগৎ
থেকে তাদের নিয়ে যাও, বরং অনুরোধ করছি যে, শয়তানের হাত
১৬ থেকে তাদের রক্ষা কর। আমি যেমন এই জগতের নই, তারাও
তেমনি এই জগতের নয়।
১৭ "সত্যের দ্বারা তোমারই উদ্দেশ্যে তুমি তাদের আলাদা করে রাখ।
১৮ তোমার বাক্যই সেই সত্য। তুমি যেমন আমাকে জগতে পাঠিয়ে-
১৯ ছিলে, তেমনি আমিও তাদের জগতে পাঠিয়েছি। তাদের জন্য তোমার
উদ্দেশ্য আমি নিজেকে আলাদা করছি, যেন সত্যের দ্বারা তাদেরও
আলাদা করা হয়।
২০ "আমি যে কেবল এদের জন্য অনুরোধ করছি তা নয়, কিন্তু
যারা এদের কথার মধ্য দিয়ে আমার উপর বিশ্বাস করবে তাদের জন্যও
২১ অনুরোধ করছি, যেন তারা সকলে এক হয়। পিতা, তুমি যেমন
আমার সংগে যুক্ত আছ আর আমি তোমার সংগে যুক্ত আছি, তেমনি
তারাও যেন আমাদের সংগে যুক্ত থাকতে পারে। তাতে জগৎ বিশ্বাস
২২ করতে পারবে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ। যে মহিমা তুমি আমাকে
দিয়েছ তা আমি তাদের দিয়েছি, যেন আমরা যেমন এক তারাও
২৩ তেমনি এক হতে পারে; অর্থাৎ আমি তাদের সংগে যুক্ত ও তুমি
আমার সংগে যুক্ত, আর এই ভাবে যেন তারা পূর্ণ হয়ে এক হতে
পারে। তাতে জগৎ জানতে পারবে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ, আর
আমাকে যেমন তুমি ভালবাস তেমনি তাদেরও ভালবাস।
২৪ "পিতা, আমি চাই যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, আমার মহিমা
দেখবার জন্য তারা যেন আমি যেখানে আছি সেখানে আমার সংগে
থাকতে পারে। সেই মহিমা তুমিই আমাকে দিয়েছ, কারণ জগৎ সৃষ্ট

২৫ হবার আগে থেকেই তুমি আমাকে ভালবেসেছ। ন্যায়বান পিতা, জগৎ
তোমাকে জানে না, কিন্তু আমি তোমাকে জানি। আর তুমিই যে
২৬ আমাকে পাঠিয়েছ, এরা তা বুঝতে পেরেছে। আমি তাদের কাছে
তোমাকে প্রকাশ করেছি এবং আরও প্রকাশ করব, যেন তুমি আমাকে
যেভাবে ভালবাস, সেই রকম ভালবাসা তাদের অন্তরে থাকে, আর
আমি যেন তাদের সংগে যুক্ত থাকি।"

শত্রুদের হাতে প্রভু যীশু

১৮ এই সব কথা বলবার পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের সংগে কিদ্রোণ
নামে একটা খালের ওপারে গেলেন। সেখানে একটা বাগান ছিল।
২ যীশু আর তাঁর শিষ্যেরা সেই বাগানে গেলেন। যীশুকে শত্রুদের
হাতে যে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই যিহূদাও এই জায়গাটা চিনত, কারণ
যীশু প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের সংগে সেখানে একসংগে মিলিত হতেন।
৩ প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা যিহূদাকে এক দল সৈন্য এবং
কয়েকজন কর্মচারী দিলেন। তখন যিহূদা তাদের সংগে বাতি, মশাল
আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল।
৪ তাঁর নিজের উপর যা ঘটবে যীশু তা সবই জানতেন। এই জন্য
তিনি বের হয়ে এসে সেই লোকদের বললেন,"আপনারা কাকে
খুঁজছেন।"
৫ তারা বলল, "নাসরতের যীশুকে।"
যীশু তাদের বললেন, "আমিই সেই।"
যীশুকে যে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই যিহূদাও
৬ তাদের সংগে দাঁড়িয়ে ছিল। যীশু যখন তাদের বললেন,"আমিই
৭ সেই," তখন তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। যীশু আবার
তাদের জিজ্ঞাস করলেন,"আপনারা কাকে খুঁজছেন?"
তারা বলল,"নাসরতের যীশুকে।"
৮ তখন যীশু বললেন,"আমি তো আপনাদের বলেছি যে, আমিই
সেই। যদি আপনারা আমারই খোঁজে এসে থাকেন তবে এদের চলে
৯ যেতে দিন।" এটা ঘটল যাতে যীশুর বলা এই কথাটা পূর্ণ হয়।
"যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদের একজনকেও আমি হারাইনি।"
১০ শিমোন-পিতরের কাছে একটা ছোরা ছিল। পিতর সেই ছোরাটা

বের করে তার আঘাতে মহা-পুরোহিতের দাসের ডান কানটা কেটে
১১ ফেললেন। সেই দাসের নাম ছিল মল্ক। এতে যীশু পিতরকে বললেন,"তোমার ছোরা খাপে রাখ। পিতা আমাকে যে দুঃখের পেয়ালা দিয়েছেন, তা কি আমি গ্রহণ করব না?"

পিতরের অস্বীকার

১২ তখন সেই সৈন্যেরা আর প্রধান সেনাপতি ও যিহূদী নেতাদের
১৩ কর্মচারীরা যীশুকে ধরে বাঁধল। প্রথমে তারা যীশুকে হাননের কাছে নিয়ে গেল, কারণ যে কাইয়াফা সেই বছরের মহা-পুরোহিত
১৪ ছিলেন, হানন ছিলেন তাঁর শ্বশুর। এই কাইয়াফাই যিহূদী নেতা-দের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, গোটা জাতির বদলে বরং একজনের মৃত্যু হওয়াই ভাল।

১৫ শিমোন-পিতর এবং আর একজন শিষ্য যীশুর পিছনে পিছনে গেলেন। সেই অন্য শিষ্যকে মহা-পুরাহিত চিনতেন। সেই শিষ্য
১৬ যীশুর সংগে সংগে মহা-পুরোহিতের উঠানে ঢুকলেন, কিন্তু পিতর বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন মহা-পুরোহিতের চেনা সেই শিষ্য বাইরে গিয়ে দরজার পাহারাদার মেয়েটিকে বলে পিতরকে
১৭ ভিতরে আনলেন। সেই মেয়েটি পিতরকে বলল,"তুমিও কি এই লোকটির শিষ্যদের মধ্যে একজন?"

পিতর বললেন,"না, আমি নই।"

১৮ তখন বেশ শীত পড়েছিল। এই জন্য দাসেরা এবং কর্মচারীরা কাঠ-কয়লার আগুনে জ্বেলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আগুন পোহা-চ্ছিল। পিতরও তাদের সংগে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন।

মহা-পুরোহিতের জেরা

১৯ মহা-পুরোহিত তখন যীশুকে তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে আর তাঁর
২০ শিক্ষার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। যীশু উত্তরে বললেন, "আমি জগতের কাছে খোলাখুলিভাবেই কথা বলেছি। যেখানে যিহূদীরা সবাই একসংগে মিলিত হয় সেই সমাজ-ঘরে ও উপাসনা-ঘরে আমি
২১ সব সময় শিক্ষা দিয়েছি। আমি তো গোপনে কিছু বলিনি। তবে কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন? আমার কথা যারা শুনছে, তাদেরই

জিজ্ঞাসা করুন আমি তাদের কি বলেছি। আমি যা বলেছি তা তাদের অজানা নেই।"

২২ যীশু যখন এই কথা বললেন তখন যে কর্মচারীরা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মধ্যে একজন তাঁকে চড় মেরে বলল, "তুমি মহা-পুরোহিতকে এইভাবে উত্তর দিচ্ছ?"

২৩ যীশু তাকে বললেন,"আমি যদি মন্দ কিছু বলে থাকি তবে তা দেখিয়ে দিন। কিন্তু যদি ভাল বলে থাকি তবে কেন আমাকে মার-
২৪ ছেন?" তখন হানন যীশুকে বাঁধা অবস্থায়ই মহা-পুরোহিত কাইয়াফার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

২৫ যখন শিমোন-পিতর দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন তখন লোকেরা তাঁকে বলল,"তুমিও কি ওর শিষ্যদের মধ্যে একজন?"

পিতর অস্বীকার করে বললেন,"না,আমি নই।"

২৬ পিতর যার কান কেটে ফেলেছিলেন তার এক আত্মীয় মহা-পুরোহিতের দাস ছিল। সে বলল, "আমি কি তোমাকে বাগানে
২৭ তার সংগে দেখিনি?" পিতর আবার অস্বীকার করলেন, আর তখনই একটা মোরগ ডেকে উঠল।

পীলাতের সামনে বিচার

২৮ যিহূদী নেতারা ভোর বেলায় যীশুকে কাইয়াফার কাছ থেকে রোমীয় প্রধান শাসনকর্তা পীলাতের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তাঁরা কিন্তু সেই বাড়ীর ভিতরে ঢুকলেন না যেন শুচি থেকে উদ্ধার-পর্বের
২৯ ভোজ খেতে পারেন। তখন পীলাত বাইরে তাঁদের কাছে এসে বললেন, "এই লোকটিকে তোমরা কি দোষে দোষী করছ?"

৩০ যিহূদী নেতারা বললেন, "এ যদি মন্দ কাজ না করত তবে আমরা তাকে আপনার কাছে আনতাম না।"

৩১ পীলাত তাঁদের বললেন, "একে তোমরা নিয়ে গিয়ে তোমাদের আইন-কানুন মতে বিচার কর।"

এতে যিহূদী নেতারা পীলাতকে বললেন, "কিন্তু কাউকে মৃত্যুর
৩২ শাস্তি দেবার ক্ষমতা তো আমাদের হাতে নেই।" কি ভাবে নিজের মৃত্যু হবে যীশু আগেই তা বলেছিলেন। এটা ঘটল যাতে তাঁর সেই কথা পূর্ণ হয়।

৩৩ তখন পীলাত আবার বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন এবং যীশুকে ডেকে বললেন, "তুমি কি যিহূদীদের রাজা?"

৩৪ যীশু বললেন,"আপনি কি নিজে থেকেই এ কথা বলছেন, না অন্যেরা আমার বিষয়ে আপনাকে বলেছে?"

৩৫ পীলাত উত্তর দিলেন, "আমি কি যিহূদী? তোমার জাতির লোকেরা আর প্রধান পুরোহিতেরা তোমাকে আমার হাতে দিয়েছে। তুমি কি করেছ?"

৩৬ যীশু বললেন, "আমার রাজ্য এই জগতের নয়। যদি আমার রাজ্য এই জগতের হত, তবে যাতে আমি যিহূদী নেতাদের হাতে না পড়ি সেজন্য আমার লোকেরা যুদ্ধ করত; কিন্তু আমার রাজ্য এখানকার নয়।"

৩৭ পীলাত যীশুকে বললেন,"তাহলে তুমি কি রাজা?"

যীশু বললেন,"আপনি ঠিকই বলছেন যে, আমি রাজা। সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমি জন্মেছি আর সেজন্যই আমি জগতে এসেছি। যে কেউ সত্যের সে আমার কথা শোনে।"

৩৮ পীলাত তাঁকে বললেন, "সত্যে কি?" এই কথা বলে তিনি আবার বাইরে যিহূদী নেতাদের কাছে গিয়ে বললেন, "আমি এর
৩৯ কোনই দোষ দেখতে পাচ্ছি না। তবে তোমাদের একটা নিয়ম আছে, উদ্ধার-পর্বের সময়ে আমি তোমাদের একজন কয়েদীকে ছেড়ে দিই। তোমরা কি চাও যে, আমি যিহূদীদের রাজাকে ছেড়ে দিই?"

৪০ এতে সকলে চেঁচিয়ে বলল, "ওকে নয়, বারাব্বাকে।" সেই বারাব্বা একজন ডাকাত ছিল।

১৯ তখন পীলাত যীশুকে নিয়ে গিয়ে ভীষণ ভাবে চাবুক মারবার
২ আদেশ দিলেন। সৈন্যেরা কাঁটা-লতা দিয়ে একটা মুকুট গেঁথে
৩ যীশুর মাথায় পরিয়ে দিল। পরে তাঁকে বেগুনী রং এর কাপড় পরাল এবং তাঁর কাছে গিয়ে বলল, "ওহে যিহূদী-রাজ, জয় হোক্।" এই বলে সৈন্যেরা তাঁকে চড় মারতে লাগল।

৪ পীলাত আবার বাইরে এসে লোকদের বললেন,"দেখ, আমি ওকে তোমাদের কাছে বের করে আনছি যাতে তোমরা বুঝতে পার যে,
৫ আমি ওর কোন দোষই পাচ্ছি না।" যীশু সেই কাঁটার মুকুট আর

বেগুনী রং এর কাপড় পরা অবস্থায় বাইরে আসলেন। তখন পীলাত লোকদের বললেন, "এই দেখ, সেই লোক।"

৬ যীশুকে দেখে প্রধান পুরোহিতেরা আর কর্মচারীরা চেঁচিয়ে বললেন, "ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও।"

পীলাত লোকদের বললেন, "তোমরাই ওকে নিয়ে গিয়ে ক্রুশে দাও, কারণ আমি ওর কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না।"

৭ যিহূদী নেতারা পীলাতকে বললেন,"আমাদের একটা আইন আছে, সেই আইন মতে তার মরা উচিত,কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলেছে।"

৮ পীলাত যখন এই কথা শুনলেন তখন তিনি আরও ভয় পেলেন।

৯ তিনি আবার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" যীশু কিন্তু পীলাতকে কোন উত্তর দিলেন না।

১০ এই জন্য পীলাত যীশুকে বললেন, "তুমি কি আমার সংগে কথা বলবে না? তুমি কি জান না যে, তোমাকে ছেড়ে দেবার বা ক্রুশে দেবার ক্ষমতা আমার আছে?"

১১ যীশু উত্তর দিলেন, "উপর থেকে আপনাকে ক্ষমতা দেওয়া না হলে আমার উপরে আপনার কোন ক্ষমতাই থাকত না। সেই জন্য যে আমাকে আপনার হাতে দিয়েছে, তারই পাপ বেশী।"

১২ এই কথা শুনে পীলাত যীশুকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগ–লেন, কিন্তু যিহূদী নেতারা চেঁচিয়ে বললেন,"আপনি যদি এই লোকটাকে ছেড়ে দেন তবে আপনি সম্রাট কৈসরের বন্ধু নন। যে কেউ নিজেকে রাজা বলে দাবী করে, সে তো সম্রাট কৈসরের শত্রু।"

১৩ এই কথা শুনে পীলাত যীশুকে বাইরে আনলেন এবং 'পাথরে বাঁধানো' নামে একটা জায়গায় বিচারের আসনে বসলেন। ইব্রীয় ভাষায়

১৪ সেই জায়গাটাকে 'গাব্বাথা' বলা হত। সেই দিনটা ছিল উদ্ধার–পর্বের আয়োজনের দিন। তখন বেলা প্রায় দুপুর।

পীলাত যিহূদী নেতাদের বললেন, "এই দেখ, তোমাদের রাজা।"

১৫ এতে তাঁরা চিৎকার করে বললেন, "দূর কর, দূর কর; ওকে ক্রুশে দাও।"

পীলাত তাঁদের বললেন,"তোমাদের রাজাকে কি আমি ক্রুশে

দেব ?"

প্রধান পুরোহিতেরা উত্তর দিলেন,"সম্রাট কৈসর ছাড়া আমাদের
১৬ আর কোন রাজা নেই।" তখন পীলাত যীশুকে ক্রুশে দেবার জন্য
তাঁদের হাতে দিয়ে দিলেন।

ক্রুশে প্রভু যীশুর মৃত্যু

১৭ তখন সৈন্যেরা যীশুকে নিয়ে গেল। যীশু নিজের ক্রুশ নিজে
বয়ে নিয়ে 'মাথার খুলির স্থান' নামে একটা জায়গায় গেলেন। সেই
১৮ জায়গার ইব্রীয় নাম ছিল 'গল্‌গথা'। সেখানে তারা যীশুকে ক্রুশে
দিল— যীশুকে মাঝখানে তাঁর দু'পাশে অন্য দু'জনকে দিল।
১৯ পীলাত একটা দোষনামা লিখে যীশুর ক্রুশের উপরে লাগিয়ে
দিলেন। তাতে লেখা ছিল, "নাসরতের যীশু যিহূদীদের রাজা।"
২০ যেখানে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গাটা শহরের কাছে
ছিল বলে যিহূদীদের অনেকেই সেই দোষনামা পড়ল। সেটা ইব্রীয়,
রোমীয় আর গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল।
২১ তখন যিহূদীদের প্রধান পুরোহিতেরা পীলাতকে বললেন,
" 'যিহূদীদের রাজা', এ কথা লিখবেন না, বরং লিখুন, 'এ বলত, আমি
যিহূদীদের রাজা।' "
২২ পীলাত বললেন,"আমি যা লিখেছি তা লিখেছি।"
২৩ যীশুকে ক্রুশে দেবার পর সৈন্যেরা তাঁর কাপড়–চোপড় নিয়ে
নিজেদের মধ্যে চার ভাগে ভাগ করল। পরে তারা যীশুর জামাটাও
নিল। সেই জামায় কোন সেলাই ছিল না, উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবটাই
২৪ বোনা ছিল। তা দেখে সৈন্যেরা একে অন্যকে বলল, "এটা না
ছিঁড়ে বরং ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি এটা কার হবে।"

এটা ঘটেছিল যাতে পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ হয় যে–

তারা নিজেদের মধ্যে আমার কাপড়–চোপড় ভাগ করল,
আর আমার কাপড়ের জন্য তারা ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখল।

আর সত্যিই সৈন্যেরা এ সব করেছিল।

২৫ যীশুর মা, তাঁর মায়ের বোন, ক্লোপয়ার স্ত্রী মরিযম, আর মগ্‌দলীনী
২৬ মরিয়ম যীশুর ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যীশু তাঁর মাকে এবং
যে শিষ্যকে ভালবাসতেন তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। প্রথমে

২৭ তিনি মাকে বললেন, "ঐ দেখ, তোমার ছেলে।" তার পরে সেই
শিষ্যকে বললেন, "ঐ দেখ, তোমার মা।" তখন থেকেই সেই শিষ্য
যীশুর মাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

২৮ এর পরে সব কিছু শেষ হয়েছে জেনে পবিত্র শাস্ত্রের কথা যাতে
পূর্ণ হয় সেই জন্য যীশু বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে।"

২৯ সেই জায়গায় সিরকায় পূর্ণ একটা পাত্র ছিল। তখন তারা একটা
স্পঞ্জ সেই সিরকায় ভিজাল এবং হিস্যোপ গাছের ডালের মাথায় তা
৩০ লাগিয়ে যীশুর মুখের কাছে ধরল। যীশু সেই সিরকা খাওয়ার পরে
বললেন, "শেষ হয়েছে।" তারপর মাথা নীচু করে দেহ থেকে প্রাণ
মুক্ত করলেন।

৩১ সেই দিনটা ছিল পর্বের আয়োজনের দিন। পরের দিন ছিল
বিশ্রামবার, আর সেই বিশ্রামবারটা একটা বিশেষ দিন ছিল বলে
যিহূদী নেতারা চেয়েছিলেন যেন সেই দিনে দেহগুলো ক্রুশের উপরে
না থাকে। এই জন্য তাঁরা পীলাতের কাছে অনুরোধ করলেন যেন
ক্রুশে যারা আছে তাদের পা ভেংগে ক্রুশ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।
৩২ তখন সৈন্যেরা এসে যীশুর সংগে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল
তাদের দু'জনের পা ভেংগে দিল।

৩৩ পরে যীশুর কাছে এসে সৈন্যেরা তাঁকে মৃত দেখে তাঁর পা
৩৪ ভাংগল না। কিন্তু একজন সৈন্য তাঁর পাঁজরে বল্লম দিয়ে খোঁচা
মারল, আর তখনই সেখান থেকে রক্ত আর জল বের হয়ে আসল।
৩৫ যিনি নিজের চোখে এটা দেখেছিলেন তিনিই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন,
আর তাঁর সাক্ষ্য সত্যি। তিনি জানেন যে, তিনি যা বলছেন তা
সত্যি, যেন তোমরাও বিশ্বাস করতে পার।

৩৬ এসব ঘটেছিল যাতে পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ হয় –
তাঁর একখানা হাড়ও ভাংগা হবে না।

৩৭ আবার শাস্ত্রের আর একটা কথা এই –
যাঁকে তারা বিঁধেছে তাঁর দিকে তারা তাকিয়ে দেখবে।

প্রভু যীশুর কবর

৩৮ এই সমস্ত ঘটনার পরে অরিমাথিয়া গ্রামের যোষেফ যীশুর দেহটা
নিয়ে যাবার জন্য পীলাতের কাছে অনুমতি চাইলেন। যোষেফ

ছিলেন যীশুর গুপ্ত শিষ্য, কারণ তিনি যিহূদী নেতাদের ভয় করতেন।
পীলাত অনুমতি দিলে পর তিনি এসে যীশুর দেহ নিয়ে গেলেন।
৩৯ আগে যিনি রাতের বেলায় যীশুর কাছে এসেছিলেন, সেই
নীকদীমও প্রায় একমণ দশ সের গন্ধ–রস ও আংগুর মিশিয়ে নিয়ে
৪০ আসলেন। পরে তাঁরা যীশুর দেহটি নিয়ে যিহূদীদের কবর দেবার
নিয়ম মত সেই সমস্ত সুগন্ধি জিনিষের সংগে দেহটি কাপড় দিয়ে
জড়ালেন।

৪১ যীশুর যেখানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গায় একটা
বাগান ছিল আর সেখানে একটা নতুন কবর ছিল। সেই কবরের মধ্যে
৪২ কাউকেও কখনও রাখা হয়নি। সেই দিনটা ছিল যিহূদীদের পর্বের
আয়োজনের দিন, আর করবটাও কাছে ছিল বলে তাঁরা যীশুকে সেই
কবরেই রাখলেন।

প্রভু যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হলেন

২০ সপ্তাহ প্রথম দিনের ভোর বেলায়, অন্ধকার থাকতেই মগ্‌দলীনী
মরিয়ম সেই কবরের কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন, কবরের মুখ
২ থেকে পাথরখানা সরানো হয়েছে। সেই জন্য তিনি শিমোন–পিতর
আর যে শিষ্যকে যীশু ভালবাসতেন, সেই শিষ্যের কাছে দৌড়ে গিয়ে
বললেন,"লোকেরা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে। তাঁকে কোথায়
রেখেছে আমরা তা জানি না।"

৩ পিতর আর সেই অন্য শিষ্যটি তখন বের হয়ে কবরের দিকে যেতে
৪ লাগলেন। দু'জন একসংগে দৌড়াচ্ছিলেন। অন্য শিষ্যটি পিতরের আগে
আগে আরও তাড়াতাড়ি দৌড়ে প্রথমে কবরের কাছে আসলেন, কিন্তু
৫ তিনি কবরের ভিতরে গেলেন না। তিনি নীচু হয়ে দেখলেন, যীশুর
দেহে যে কাপড়গুলো জড়ানো হয়েছিল সেগুলো পড়ে আছে।
৬ শিমোন–পিতরও তাঁর পিছনে পিছনে এসে কবরের ভিতরে ঢুকলেন
৭ এবং কাপড়গুলো পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি আরও দেখলেন,
তাঁর মাথায় যে রুমালখানা জড়ানো ছিল, তা অন্য কাপড়ের সংগে
৮ নেই, কিন্তু আলাদা করে এক জায়গায় গুটিয়ে রাখা হয়েছে। তখন
যে শিষ্য প্রথমে কবরের কাছে পৌঁছেছিলেন, তিনিও ভিতরে ঢুকলেন
৯ এবং দেখে বিশ্বাস করলেন। মৃত্যু থেকে যীশুর জীবিত হয়ে উঠবার

যে দরকার আছে, পবিত্র শাস্ত্রের সেই কথা তাঁর আগে বুঝতে পারেন নি।

প্রভু যীশু মরিয়মকে দেখা দিলেন

১০,১১ এর পরে শিষ্যেরা ঘরে ফিরে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম কবরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে নীচু হয়ে ১২ কবরের ভিতরে চেয়ে দেখলেন, যীশুর দেহ যেখানে শোওয়ানো ছিল সেখানে সাদা কাপড় পরা দু'জন স্বর্গদূত বসে আছেন–একজন ১৩ মাথার দিকে আর অন্যজন পায়ের দিকে। তাঁরা মরিয়মকে বললেন, "কাঁদছ কেন?"

মরিয়ম তাঁদের বললেন, "লোকেরা আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে এবং তাঁকে কোথায় রেখেছে জানি না।"

১৪ এই কথা বলে মরিয়ম পিছন ফিরে দেখলেন যীশু দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু তিনি যে যীশু তা বুঝতে পারলেন না।

১৫ যীশু তাঁকে বললেন,"কাঁদছ কেন? কাকে খুঁজছ?"

যীশুকে বাগানের মালী ভেবে মরিয়ম বললেন,"দেখুন, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে বলুন কোথায় রেখেছেন। আমিই তাঁকে নিয়ে যাব।"

১৬ যীশু তাঁকে বললেন,"মরিয়ম।"

তাতে মরিয়ম ফিরে দাঁড়িয়ে ইব্রীয় ভাষায় যীশুকে বললেন, "রব্বুনি" (অর্থাৎ গুরু)।

১৭ যীশু মরিয়মকে বললেন, "আমাকে ধরে রেখো না, কারণ আমি এখনও উপরে পিতার কাছে যাইনি। তুমি বরং ভাইদের কাছে গিয়ে বল, যিনি আমার ও তোমাদের পিতা, যিনি আমার ও তোমাদের ঈশ্বর, আমি উপরে তাঁর কাছে যাচ্ছি।"

১৮ তখন মগ্‌দলীনী মরিয়ম শিষ্যদের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন, তিনি প্রভুকে দেখেছেন আর প্রভুই তাঁকে এই সব কথা বলেছেন।

প্রভু যীশু শিষ্যদের দেখা দিলেন

১৯ সেই একই দিনে, সপ্তার প্রথম দিনের সন্ধ্যা বেলায় শিষ্যেরা যিহূদী নেতাদের ভয়ে ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে এক জায়গায় মিলিত হয়েছিলেন। তখন যীশু এসে তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে

২০ বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক।" এই কথা বলে তিনি তাঁর দুই
হাত ও পাঁজরের দিকটা তাঁর শিষ্যদের দেখালেন। প্রভুকে দেখতে
পেয়ে শিষ্যেরা খুব আনন্দিত হলেন।

২১ পরে যীশু আবার তাঁদের বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক।
পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি তোমাদের
২২ পাঠাচ্ছি।" এই কথা বলে তিনি শিষ্যদের উপর ফুঁ দিয়ে বললেন,
২৩ "পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর। তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর তবে
তার পাপ ক্ষমা করা হবে, আর যদি কারও পাপ ক্ষমা না কর তবে
তার পাপ ক্ষমা করা হবে না।"

অবিশ্বাসী থোমার বিশ্বাস

২৪ যীশু যখন এসেছিলেন তখন থোমা নামে সেই বারোজন শিষ্যদের
মধ্যে একজন তাঁদের সংগে ছিলেন না। এই থোমাকে দিদুমঃ বলা
২৫ হত। অন্য শিষ্যরা পরে থোমাকে বললেন, "আমরা প্রভুকে
দেখেছি।"

থোমা তাঁদের বললেন, "আমি তাঁর দুই হাতে যদি পেরেকের
চিহ্ন না দেখি, সেই চিহ্নের মধ্যে আংগুল না দিই এবং তাঁর পাঁজরে
হাত না দিই, তবে কোনমতেই আমি বিশ্বাস করব না।"

২৬ এর এক সপ্তা পরে শিষ্যেরা আবার ঘরের মধ্যে মিলিত হলেন,
আর থোমাও তাঁদের সংগে ছিলেন। যদিও সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল
তবুও যীশু এসে তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমাদের
২৭ শান্তি হোক।" পরে তিনি থোমাকে বললেন, "তোমার আংগুল
এখানে দিয়ে আমার হাত দু'খানা দেখ এবং তোমার হাত বাড়িয়ে
আমার পাঁজরে রাখ। অবিশ্বাস কোরো না বরং বিশ্বাস কর।"

২৮ তখন থোমা বললেন, "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার।"

২৯ যীশু তাঁকে বললেন, "থোমা, তুমি কি আমাকে দেখেছে বলে
বিশ্বাস করছ? যারা না দেখে বিশ্বাস করে তারা ধন্য।"

৩০ যীশু শিষ্যদের সামনে চিহ্ন হিসাবে আরও অনেক আশ্চর্য কাজ
৩১ করেছিলেন; সেগুলো এই বইয়ে লেখা হয়নি। কিন্তু এ সব
লেখা হল যাতে তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই মশীহ, ঈশ্বরের
পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাও।

প্রভু যীশুর সাতজন শিষ্যকে দেখা দিলেন

২১ এর পরে তিবিরিয়া সাগরের পারে শিষ্যদের কাছে আবার যীশু
দেখা দিলেন। ঘটনাটা এই ভাবে ঘটেছিল–
২ শিমোন–পিতর, থোমা – যাঁকে দিদুমঃ বলে, গালীল প্রদেশের
কান্না গ্রামের নথনেল, সিবদিয়ের ছেলেরা এবং যীশুর অন্য দু'জন
৩ শিষ্য একসংগে ছিলেন। শিমোন – পিতর তাঁদের বললেন, "আমি
মাছ ধরতে যাচ্ছি।"

তাঁরা বললেন, "আমরাও তোমার সংগে যাব।" তখন তাঁরা বের
হয়ে নৌকায় উঠলেন, কিন্তু রাতে কিছুই ধরতে পারলেন না।
৪ সকাল হয়ে আসছে এমন সময় যীশু সাগরের পারে এসে দাঁড়ালেন।
৫ শিষ্যেরা কিন্তু চিনতে পারলেন না যে, তিনি যীশু। তিনি শিষ্যদের
বললেন, "সন্তানেরা, কিছুই কি পাওনি?"

তাঁরা বললেন, "না, পাইনি?"
৬ যীশু তাঁদের বললেন,"নৌকার ডানদিকে জাল ফেল, পাবে।"
তখন তাঁরা জাল ফেললেন, আর এত বেশী মাছ উঠল যে, তাঁরা তা
টেনে তুলতে পারলেন না।
৭ যীশু যে শিষ্যকে ভালবাসতেন সেই শিষ্য পিতরকে বললেন,
"উনি প্রভু।" সেই সময় শিমোন – পিতরের গায়ে কোন কাপড় ছিল
৮ না। তাই যখন তিনি শুনলেন, "উনি প্রভু", তখন গায়ে কাপড়
জড়িয়ে সাগরে ঝাঁপ দিলেন। তাঁরা পার থেকে বেশী দূরে ছিলেন
না, প্রায় দু'শো হাত দূরে ছিলেন। এই জন্য অন্য শিষ্যেরা মাছে
ভরা জালটা টানতে টানতে নৌকায় করে পারে আসলেন।
৯ পারে নেমে এসে তাঁরা কাঠ–কয়লার আগুন এবং আগুনের উপরে
১০ মাছ দেখতে পেলেন; সেখানে রুটিও ছিল। তখন যীশু তাঁদের
বললেন,"এখন যে মাছ ধরলে তা থেকে কয়েকটা আন।"
১১ শিমোন – পিতর নৌকায় গিয়ে জালটা পারে টেনে আনলেন।
একশো তিপ্পান্নটা বড় মাছে জালটা ভরা ছিল। যদিও এত মাছ ছিল
১২ তবুও জালটা ছিঁড়ল না। যীশু তাঁদের বললেন, "এস, খাও।"
শিষ্যদের মধ্যে কারও সাহস হল না যে, জিজ্ঞাসা করে, "আপনি
১৩ কে?" কারণ তাঁরা জানতেন, তিনি প্রভু। পরে যীশু এসে রুটি

নিয়ে তাঁদের দিলেন, আর সেই ভাবে মাছও দিলেন।

১৪ মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পর যীশু এই তৃতীয়বার শিষ্য-দের দেখা দিলেন।

পিতরের প্রতি প্রভু যীশুর আদেশ

১৫ তাঁদের খাওয়া শেষ হলে পর যীশু শিমোন- পিতরকে বললেন, "যোহনের ছেলে শিমোন, এগুলোর চেয়েও কি তুমি আমাকে বেশী ভালবাস?"

শিমোন-পিতর তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন আপনি আমার কত প্রিয়।"

যীশু তাঁকে বললেন,"আমার শিশু-মেষগুলো চরাও।"

১৬ যীশু দ্বিতীয়বার তাঁকে বললেন, "যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?"

শিমোন-পিতর তাঁকে বললেন," হ্যাঁ, প্রভু, আপনি তো জানেন আপনি আমার কত প্রিয়।"

যীশু তাঁকে বললেন,"আমার মেষগুলো লালন-পালন কর।"

১৭ পরে তিনি তৃতীয়বার শিমোন-পিতরকে বললেন,"যোহনের ছেলে শিমোন, সত্যিই কি আমি তোমার প্রিয়?"

পিতর এবার দুঃখিত হলেন, কারণ যীশু এই তৃতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি সত্যিই তোমার প্রিয়?" এই জন্য পিতর যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি সব কিছুই জানেন; আপনি তো জানেন যে, আপনি আমার খুবই প্রিয়।"

১৮ যীশু তাঁকে বললেন,"আমার মেষগুলো চরাও। আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, যখন তুমি যুবক ছিলে তখন তুমি নিজেই তোমার কোমর বাঁধতে আর যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে। কিন্তু যখন তুমি বুড়ো হবে তখন তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দেবে এবং অন্য একজন তোমাকে বাঁধবে আর তুমি যেখানে যেতে চাও না সেখানেই নিয়ে
১৯ যাবে।" ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করবার জন্য পিতর কি ভাবে মরবেন তা বুঝতে গিয়ে যীশু এ কথা বললেন।

এই কথা বলবার পর যীশু পিতরকে বললেন,"আমার সংগে এস।"

২০ পিতর পিছন ফিরে দেখলেন, যীশু যাঁকে ভালবাসতেন সেই শিষ্য পিছনে পিছনে আসছেন। ইনি সেই শিষ্য, যিনি খাবার সময়ে যীশুর দিকে ঝুঁকে বলেছিলেন, "প্রভু, আপনাকে সে শত্রুদের হাতে
২১ ধরিয়ে দেবে, সে কে?" পিতর তাঁকে দেখে যীশুকে বললেন, "প্রভু, এই লোকের কি হবে?"

২২ যীশু পিতরকে বললেন, "আমি যদি চাই এ আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমার কি? তুমি আমার সংগে এস।"

২৩ এই জন্য ভাইদের মধ্যে এই কথা ছড়িয়ে গেল যে, সেই শিষ্য মরবেন না। যীশু কিন্তু পিতরকে বলেননি সেই শিষ্য মরবেন না। তিনি বরং বলেছিলেন, "আমি যদি চাই সে আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমার কি?"

যোহনের সাক্ষ্য

২৪ সেই শিষ্যই এই সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন আর এই সব লিখেছেন। আমরা জানি তাঁর সাক্ষ্য সত্যি।

২৫ যীশু আরও অনেক কিছু করেছিলেন। যদি সেগুলা এক এক করে লেখা হত, তবে এত বই হত যে, আমার মনে হয় সেগুলো এই জগতে ধরত না।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ইন্টারন্যাশনাল করস্পণ্ডেন্স্ ইন্‌ষ্টিটিউট্
পোষ্ট বক্স – ৭০০, ঢাকা – ১০০০
বাংলাদেশ

প্রকাশক ঃ বি, বি, এস,
৩৯০, নিউ ইস্কাটন রোড, পোঃ বাক্স-৩৬০, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে ঃ আঞ্জুমান প্রিন্টিং প্রেস, ফোন ঃ ২৩৭৫৭৬,

L2320BN90